৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৫ পৌষ – ২১ পৌষ, ১৪২৯ ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ – ৬ জানুয়ারি, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 11, 31 December, 2022 - 6 January, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

শহরের খবর মহানগরে

ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ৩ টাকার চাল, ২ টাকার গম বা ১ টাকার জোয়ার

নয় আগামী ১ বছর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে গরিব ভারতবাসীকে খাদ্য শষ্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিরোধীরা একে ভোটের লক্ষ্য বললেও স্বাগত জানিয়েছে ভারতবাসী।

রবিবার : কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এ রাজ্যের কারচুপির অভিযোগ

সত্যি প্রমাণ হল আবাস যোজনার সমীক্ষায়। প্রায় সব জেলার সমীক্ষা শেষ হতেই বেরোলো ৫ লক্ষ ভুয়ো নাম। পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ফের নামলো দেশে।

সোমবার : মন কি বাতে নতুন করে করোনা বিধি মনে করিয়ে

দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বে ফের করোনা বাড়ছে তাই এই সতর্ক বার্তা। চিন ফেরত আগ্রার এক যুবক হলেন করোনা আক্রান্ত।

মঙ্গলবার : তেলেঙ্গানার বিধায়ক কেনাবেচা মামলার

তদন্তভার সিবিআইকে দিল হাইকোর্ট। ভেঙে দেওয়া হয়েছে পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। অভিযোগকারী বিধায়ক পাইলট রোহিত রেড্ডি হেনস্থার অভিযোগ করেছেন। ইডির বিরুদ্ধে সরব চন্দ্রশেখর রাও।

বুধবার : রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে নানা

দুর্নীতিতে নাম জড়াচ্ছে সরকারি আধিকারিক এমনকি পুলিশ আধিকারিকদের। এতদিন একে বিরোধীদের অভিযোগ বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির হেনস্থা বললেও এবার অধিকারিকদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখা।

বৃহস্পতিবার : জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়নে গড়া পাঁচ

পাঁচটি উপাচার্য্য কমিটিতে স্থান হল না পশ্চিমবঙ্গের। পূর্ব ও উত্তর পূর্ব কমিটিতে অন্য সব রাজ্যের উপাচার্যরা থাকলেও বাংলার কেউ স্থান পাননি।

শুক্রবার : বিশ্ব ফুটবলকে অনাথ করে দিয়ে ৮২ বছর বয়সে

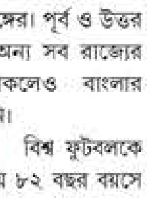

পরলোকে পাড়ি দিলেন ফুটবল সম্রাট পেলে। কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ব্রাজিলের সাও পাওলো হাসপাতালে বেশ কিছুদিন ধরে ভর্তি ছিলেন পেলে। পেলের প্রয়ানে সমগ্র বিশ্ববাসী শোকস্তব্ধ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলার গবেষণাগারে নতুন রাজনীতির জন্ম

দুর্নীতিতেও অটুট জনসমর্থন

ওঙ্কার মিত্র

একটি কেলেঙ্কারির কারণে শাসকের বদল ঘটে গেছে এমন উদাহরণ পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে কম নেই। ওয়াটারগেট থেকে বোফর্স, রাজনৈতিক পালাবদলে এদের ভূমিকা কম নয়। কারণ মানুষ খেতে না পেলেও দুনীতিকে কখনও পছন্দ করে না। এটাই ছিল চিরন্তন ধারণা। তবে রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রগণ্য বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে চলছে এক অন্য রাজনৈতিক ধারা।

সারদা থেকে আবাস একাধিক দুর্নীতির বাউন্সারেও কাবু করা যায়নি এ রাজ্যের শাসককে। সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে শোরগোলের পরে শাসকের জনসমর্থন আরও বেড়েছে। দুর্নীতির কথা উঠলে সারদার উদাহরণ বুক বাজিয়ে দেন শাসকদলের নেতা নেত্রীরা। শুধু সমর্থন নয় দুর্নীতির পাশে দাঁড়িয়ে নানা যুক্তিজাল বুনতে দেখা যায় শাসক দলের মুখপাত্রদের। এমনকি বুদ্ধিজীবি, শিল্পী বলে যাদের আমরা মুক্তমনা বলে মনে করি তাঁরাও মৌন থেকে পরোক্ষ সমর্থন জোগাচ্ছেন দুর্নীতিকে। শিক্ষায় নিয়োগ নিয়ে অর্থ তছরূপ, দুর্নীতিতে আদালতে সরকার প্রায় প্রতিদিন বেআব্রু হলে গেলেও সংবাদ মাধ্যম ছাড়া কারোর মুখে কোনো রা নেই। বাংলার রাজনৈতিক গবেষণাগার এক নতুন ফর্মুলার জন্ম দিয়েছে।

কেমন করে জন্ম হল এই

অভূতপূর্ব সম্ভাবনার। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে নতুন আবিষ্কারের পদার্থগুলো হল বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া ডোল বা অনুদান। যা দিয়ে দুর্নীতি সত্ত্বেও ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সমর্থক বলে পরিচিত এক ভোটার বলেছিলেন ভোট দিতে গিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিলেন কন্যাশ্রী পাওয়া মেয়ের কথা মনে করে। অর্থাৎ এ রাজ্যের না পাওয়া মানুষগুলোকে সামান্য কিছু দিয়ে খুশি করতে পারলেই কেল্লা ফতে। ক্ষমতা আর রোজগার দুইই নিশ্চিত করা যায়। বিশ্লেষকদের মতে আসলে এই গবেষণাগার খুলেছিল বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরের শেষ দিকে। মজুতও করেছিল উপাদান। কিন্তু প্রোডাক্টটা আর তৈরি করে উঠতে পারেনি। তৃণমূল এসে নতুন গবেষণার ফল কুড়োচ্ছে। এখন যারা বিরোধী, রোজই ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে তারাও এই ডোল রাজনীতির পরম্পরা ধরে রাখতে চান। ফলে প্রকৃত উন্নয়ন বাদ দিয়ে ডোল রাজনীতিই বাংলার ভবিষ্যত এ বিষয়ে নিশ্চিত। এই গবেষণার ফল পাল্টাতে পারে একমাত্র জন বিক্ষোভ। চাটুকারদের টেনে সরিয়ে না দিলে এ রাজনীতি বন্ধ হওয়ার নয়। যদিও বাংলার এই গবেষণাকে মডেল করতে রাজি নয় অন্য রাজ্য। তারা একে সর্বনাশা রাজনীতি বলে মনে করে। পাশের রাজ্য ওড়িশা, বিহারের রাজনীতিবিদরা মনে করেন এই সাহায্যের রাজনীতি মানুষের কর্মক্ষমতাকে হরণ করে। ক্ষমতায় থাকার এই পন্থা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পরিপন্থী। এর চেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের লক্ষে কাজ করা জরুরি।

বিশ্লেষকরা মনে করেন যারা আজকে পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের ধামা ধরছে তারা আসলে ক্ষতি করছে রাজ্যটার। কারণ এ রাজনীতি যদি ফলদায়ক হত তাহলে সবাই এটাকেই মডেল করত। ভোটের জন্য সব শাসকই অনুদান দেয় কিন্তু তা রাজ্যের ভাঁড়ারকে দুর্বল করে না।

কর্মাধ্যক্ষের ছেলের নাম ভুয়ো চাকরির তালিকায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ ইছা হক সর্দারের ছেলে মহম্মদ নাজিবুল্লার নাম উঠেছে ভুয়ো চাকরির তালিকায়। যা নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে বারাসতে। তবে তার বাবা মহম্মদ ইছা হক সর্দার দাবি করেছেন, তার ছেলে কোনও নেতা নেত্রীর সুপারিশে চাকরি পায় নি। ছেলের চাকরি পাওয়ায় কোন কারচুপি তিনি মানতে নারাজ। সে চাকরি পেয়েছে নিজের যোগ্যতায়। হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসি নবম দশমে বেআইনিভাবে নিয়োগ হওয়া যে ৯৫২ জনের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে, তাতে ৯০৮ নম্বরে নাম রয়েছে নাজিবুল্লার। বাড়ি বারাসত ১ নং ব্লকের কোটিরায়। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর জগদ্দল হাই স্কুলে ২০২১ সালে শিক্ষকের চাকরি পান। তবে নাজিবুল্লা এ বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাননি। এদিকে বিজেপি অবিলম্বে তৃণমূল নেতার ছেলেকে চাকরি থেকে বহিষ্কারের দাবিতে সরব হয়েছে। ইছা হক বলেন, 'ছেলের চাকরির জন্য আমি কোনও প্রভাব খাটাইনি। দলের কোনও সাংসদ, বিধায়ক বা নেতার কাছে সুপারিশ করিনি। মহম্মদ নাজিবুল্লা তার যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছে। তবুও ভুয়ো চাকরির তালিকায় ৯০৮ নম্বরে তার নাম এল কেন, বিষয়টি আদালতই দেখবে।' বারাসত সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তাপস মিত্র বলেন, 'মহম্মদ নাজিবুল্লার কোনও যোগ্যতাই নেই শিক্ষক পদে চাকরি পাওয়ার। শুধু বরখাস্ত নয়, ওর বেতনও ফেরৎ নেওয়া হোক।' বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'রাজনীতি করতে হলে ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। বারাসতের বিজেপি সভাপতির তাও নেই।'

পিয়ালি খালের সেতু বেহাল

প্রিয় মুখার্জী

বারুইপুর

নামেই রয়েছে পারাপারের সেতু। কাঠ আর বাঁশের তৈরি সেই সেতুর একেবারেই জরাজীর্ণ অবস্থা। পিয়ালি খালের উপর এমনই একটি সেতুর কারণে এলাকার বাসিন্দারা চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। গ্রামের মানুষজন কার্যত বাধ্য হয়ে ঝুঁকির যাতায়াত করছেন। পড়ুয়াদেরও বিপদ মাথায় নিয়েই স্কুলে যেতে হচ্ছে এই সেতু দিয়ে। মাঝেমধ্যে ঘটছে ছোটখাট দুর্ঘটনা। বারুইপুর ব্লকের উত্তরভাগ–দমদমা এলাকায় রয়েছে এই জরাজীর্ণ সেতুটি। কেন ঝুঁকি নিতে বাধ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরাও? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সেতু পার না হলে ৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে স্কুলে যেতে হবে পড়ুয়াদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েতকে পরিস্থিতির কথা জানানো হলে কয়েকটি বাঁশ লাগিয়েই দায় ঝেড়ে ফেলেছে। কবে সেতুর পূর্ণ সংস্কার হবে, প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। যদিও বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দারের আশ্বাস, ওখানে কংক্রিটের সেতু নির্মাণের চিন্তাভাবনা চলছে। সমস্যা মিটে যাবে। বারুইপুর ব্লকের বৃন্দাখালি ও হাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝে এই সেতু। হাড়দহ পঞ্চায়েতের ৬টি পাড়ার লোকজন এই সেতু দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন। দমদমা হাইস্কুলের পড়ুয়াদের আসতে হয় এই ভগ্ন সেতু দিয়ে। এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এখানে কংক্রিটের সেতুর দাবি জানিয়ে আসছে। কয়েকজন পড়ুয়া জানায়, সেতুর অবস্থা এতটাই খারাপ যে কোথাও কোথাও বাঁশ ও কাঠ আলগা হয়ে গিয়েছে। দড়ি দিয়ে বেঁধে কাজ চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকজন খালে পড়েও গিয়েছে এর জন্য। এক ছাত্রের কথায়, এই সেতু ব্যবহার না করলে অনেকটা রাস্তা ঘুরতে হবে আমাদের। দেরি হলে আবার স্কুলে ঢুকতে দেবে না। বাসিন্দারা আরও বলেন, ভারী কিছু নিয়ে এই সেতু দিয়ে যাতায়াতই করা যায় না। প্রতি পদেই বিপদ। কংক্রিটের সেতু হলে সবচেয়ে ভালো হয়।

আবাস যোজনা নিয়ে বিক্ষোভ

সুভাষ চন্দ্র দাশ

আবাস যোজনা নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো এসইউসিআই এর নেতৃত্ব।বুধবার দুপুরে এসইউসিআই নেতা চন্দন মাইতি ও বিকাশ শাসমল এর নেতৃত্বে বিশাল মিছিল সহকারে বিক্ষোভ দেখানো হয় গোসাবা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীক এর অফিসের সামনে। এরপর এসইউসিআই নেতৃত্ব গোসাবার সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।এসইউসিআই নেতৃত্বের দাবী প্রকৃত উপভোক্তা যেন আবাস প্রকল্পের সুবিধা পায়। কারণ ইদানিং শাসক দলের লোকজন স্বজন পোষন শুরু করে দিয়েছে। শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের পরিবারের একাধিক লোকজন সুবিধা পাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে।এমন কি একই পরিবারের একাধিক নামও রয়েছে।সেগুলো বাতিল করতে হবে।পাশাপাশি কোন রাজনৈতিক রঙ না দেখে যাতে করে প্রকৃত দরিদ্র উপভোক্তা আবাস যোজনায় সুযোগ পায় সেই আবেদন জানিয়েছেন এসইউসিআই নেতৃত্ব।

এসইউসিআই এর জেলা নেতা চন্দন মাইতি বলেন আমরা বিডিও সাহেব কে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।তবে যদি আবাস যোজনায় পুণরায় কোন ধরনের কারচুপি হয় তাহলে আমরা দীর্ঘতর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকবো।'

আবাস যোজনার আরও খবর তিনের পাতায়

পঞ্চবটি বন্ধ, অপরিচ্ছন্ন নহবতখানা, মা ভবতারিণীর

দক্ষিণেশ্বরে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ

আজাদ বাউল

পঞ্চবটির পাতায় পাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের নাম লেখা আছে বলে একদা এক ভক্তশিল্পীর কণ্ঠের মাধুর্য বাঙালিকে আচ্ছন্ন করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের সাধনপীঠ পঞ্চবটি আজ ভক্তশূন্য। কোভিড যুগের সূচনা থেকে একই অবস্থা চলছে। ভক্তের ঢল ক্রমশ বাড়ছে বিশেষ করে নতুন স্কাইওয়াক হওয়ার সুবাদে। কোনও ভক্তকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি ও পঞ্চমুন্ডির প্রাঙ্গণে। বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়ার কারণে উপচে পড়া ভিড় আরও প্রকট হয়েছে যেন করোনার আবাহনের পরিস্থিতি। অন্যদিকে, দূর দূরান্ত থেকে আসা সাধারণ ভক্তরা তাদের পূর্ব পরিচিত ভাতের হোটেল আর খুঁজে পায় না পুজো দেওয়ার পর। বাধ্য হয়ে সুবিশাল কর্পোরেট 'ভোজনালয়'–এ অতিরিক্ত পকেট খরচা করে দক্ষিণ ভারতীয় খাবার খেতে বাধ্য হচ্ছেন। ছোট ছোট খাবারের দোকানের ইতিহাস। জুতো চটি রাখার জায়গাগুলি এখন সম্পূর্ণভাবে পয়সা দিয়ে কাউন্টারে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে মোবাইল ফোন, ব্যাগ ইত্যাদি জমা রাখার জন্য আলাদা আলাদা পয়সা গুনতে হচ্ছে। বছর শেষে ভক্ত বাঙালির অন্যতম গন্তব্য দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের পদধূলি ধন্য দক্ষিণেশ্বর চত্বরে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ভক্ত হৃদয়ে ব্যথা লাগবেই। খোদ নহবতখানা যেখানে শ্রীসারদা মা বসবাস করতেন সেই গৃহের পিছনে আবর্জনার স্তূপ বহুদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

হাওড়া থেকে নদীপথে চোলাই

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বেশ কিছুদিন হাওড়া জেলার শাঁখাভাঙা থেকে হুগলি নদী পথে চোলাইয়ের ব্যবসা বন্ধ ছিল। কিন্তু আবার নতুন করে নদীপথে চোলাইয়ের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার গজাপোয়ালী অঞ্চলের বারাতলায় হুগলি নদীর তীরে লাকী ইঁট ভাটার কিছুটা দূরত্বে প্রতিদিন ভোর রাত্রি থেকে শাঁখাভাঙা থেকে নৌকা করে চোলাই নামছে। জনৈক অজয় নামে এক ব্যক্তি ওই নৌকায় থাকে যিনি চোলাই সরবরাহ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন দিনের আলো ফোটার অনেক আগেই হাওড়া জেলা থেকে নদীপথে চোলাই বোঝাই নৌকা তীরে ঠেকে। তারপর অটো–টোটো ও অন্য যানবাহন করে চোলাই জেলার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। দিনের আলো ফুটলে শুরু হয় খুচরো ব্যবসা। স্থানীয় এবং দূরবর্তী এলাকার লোকজন নদীতে নেমে লিটার লিটার চোলাই কেনে। স্থানীয় সুস্থ মানুষজনের আশঙ্কা চোলাই মদ যদি কোনও কারণে বিষাক্ত হয়, তাহলে প্রাণহানির ভয় থাকে। তাছাড়া সকাল থেকেই অনেকে চোলাই খেয়ে প্রতিদিনই নদীর তীরে ঝগড়া অশান্তি করে। প্রসঙ্গত কয়েক বছর আগে নোদাখালী থানা এলাকার মুচির পোল এলাকায় বিষ মদ খেয়ে বেশ কয়েকজন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। স্থানীয় মানুষজনের দাবি নদী তীরে চোলাই মদ বিক্রি বন্ধ করতে প্রশাসন উদ্যোগী হোক। সেই সঙ্গে মানুষের এও দাবি হাওড়া জেলার শাঁখাভাঙায় যেখানে চোলাই মদ উৎপাদিত হচ্ছে সেখানে আবগারি দফতর অভিযান করে কড়া ব্যবস্থা নিক।

এরপর পাঁচের পাতায়

বছর শুরুর আগেই বাংলার জন্য 'কল্পতরু' নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ ডিসেম্বর সশরীরে হাওড়াতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ তাঁর মাতৃ বিয়োগের কারণে হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কিন্তু ঘোষিত সমস্ত কর্মসূচিরই ভার্চুয়ালী উদ্বোধনে নরেন্দ্র মোদী কোনো কিছুর খামতি রাখেননি। নতুন বছরের প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহ্যবাহী কল্পতরু উৎসব হয়। ঐ দিন ভক্তরা যা প্রার্থনা করেন তাই পান– এমনই বিশ্বাস দীর্ঘ পরম্পরার। আর নতুন বছরের আগেই বাংলার জন্য 'কল্পতরু' হলেন নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির জন্য ৭৬০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। রাজ্য প্রথম পেল বন্দেভারত এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছানো যাবে মাত্র ৭ ঘন্টা ৩০ মিনিটে। সূত্রের খবর আরো একটি বন্দেভারত এক্সপ্রেস পেতে পারে বাংলা। এছাড়াও দক্ষিণ শহরতলীর যানজট কবলিত জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত ৬.৫ কিলোমিটার রাস্তায় এদিন জোকা–তারাতলা মেট্রো প্রকল্পেরও উদ্বোধন হয়। নমামি গঙ্গে ৭টি পয়ঃনিষ্কাষণ পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধনের ফলে গঙ্গানদীতে প্রবাহিত ২০৩ এমএলডি বর্জ্য জল বন্ধ করবে, তাতে ১৪টি পৌরসভার উপকার হবে। ইলিশ সহ অন্যান্য মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে । ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখজী ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ

ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনেরও এদিন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নিউজলপাইগুড়ি পায়নিষ্কাশন পরিকাঠামো প্রকল্পেরও উদ্বোধন ফলে ঐতিহাসিক আদিগঙ্গার

পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে।

দেশের প্রতি উৎসর্গ করেন বৈচি–শক্তিগড় তৃতীয় লাইন, ডানকুনি– চন্দনপুর চতুর্থ লাইন, নিমতিতা– নিউ ফারাক্কা ডাব্লিং, অম্বরি ফালাকাটা–নিউ ময়নাগুড়ি– গুমানিহাটে ডাব্লিং রেল লাইন। এই সব প্রকল্পের ফলে ট্রেন চলার সময় উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাবে। মানুষের জীবনে গতি আসবে। এদিনের ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠানে হাওড়ায় উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যদিও তিনি মঞ্চের নিচে থেকেই বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। বাংলার জন্য কেন্দ্র সরকারের এই যে আর্থিক প্যাকেজের মাধ্যমে আগামী দিনে নানা প্রকল্প রূপায়িত হবে। তার জন্য কেন্দ্র সরকারও যথেষ্ট নজরদারী চালাতে হবে, তা না হলে সমস্ত প্রকল্পই মুখ থুবড়ে পড়বে।

ছবি : অরুণ লোধ

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 11, 31 December, 2022- 6 January, 2023

উত্তরের আঙিনায়

পৌঁছালো বন্দে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্দেভারত এসে পৌঁছালো এনজেপিতে। গত বুধবার দুপুরে বন্দেভারত পৌঁছে যায় এনজেপিতে। এসে পৌঁছানোর সাথে সাথেই ট্রেনটিকে দেখতে চলে আসেন উৎসাহী মানুষ এবং যাত্রীরা। এনজেপির এরিয়া ষ্টেশন ম্যানেজার সঞ্জীব দেশমুখ জানান, আপাতত হাওড়া থেকে এনজেপি যেতে আট ঘন্টা লাগবে। পরে সেটা হবে সাড়ে পাচ ঘন্টা। এখন ট্রায়াল চলবে কয়েকদিন। তারপরে ৫ ঘন্টার একটু বেশি লাগবে। প্রথমে খাবার দিয়ে লাগবে ১৭০০ টাকা। টিকিট একটাই থাকবে। আপাতত এইভাবেই চলবে বন্দে ভারত। বন্দেভারত এক্সপ্রেস চলবার কারণে উত্তরপূর্ব রেলের সময় সূচীর পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে জানা গেছে উত্তরপূর্ব রেলের তরফ থেকে।

এদিকে বন্দে ভারত এক্সপ্রসকে নিয়ে সেজে উঠেছে গোটা এনজেপি ষ্টেশন। আমূল পরিবর্তন হচ্ছে এনজেপি ষ্টেশনের। প্রায় সাতশো কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে এনজেপি ষ্টেশনের জন্য।

বর্ষবরণের প্রাক্কালে পাহাড়ে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং সহ গোটা সমতল এলাকায় তাপমাত্রা পারদ ক্রমশ নিম্নমুখী। ইতিমধ্যেই বড়দিনের দার্জিলিং এর টাইগার হিল ও সিকিমের লাচেনে তুষারপাত ঘটেছে। তুষারপাতের নৈসরগিক দৃশ্য দেখতে সংলগ্ন এলাকা গুলিতে প্রচুর পর্যটক ভিড় জমান। প্রসঙ্গত প্রতি বছর বর্ষবরণের প্রাক্কালে শৈল শহরে পাড়ি দেন অনেকে। বর্ষবরনের ছুটি উপভোগ করতে শৈল শহর দার্জিলিং অনেকের কাছে সেরা ঠিকানা। দার্জিলিং কালিম্পং সহ পাহাড়ি এলাকাগুলিতে পর্যটকের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে বড়দিনে।

দার্জিলিংয়ে শুরু পর্যটন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার থেকে দার্জিলিঙে শুরু হলো পর্যটন উৎসব। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জিটিএ, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় বর্ষবরণের প্রাক্কালে পর্যটকদের ঢল নামে। এই উৎসবের মূল আকর্ষণ স্থানীয় শিল্পীদের ব্যান্ডের গান, ডগ শো, বেবি শো। চার দিন প্রতি সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক জলসা। এই মুহূর্তে দার্জিলিংয়ে যারা বেড়াতে গিয়েছেন এই উৎসব তাদের কাছে বাড়তি পাওনা নিয়ে হাজির হয়েছে।

প্রয়োজনের প্রিয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শরীরে বাসা বেধেছে মারণ রোগ ক্যান্সার, তারপর থেকে বাড়ির লোকেদের আচরণ পাল্টে যাচ্ছিল। কিছুদিন পর উধাও নিজের লোক স্ত্রী ও বিলেত ফেরত ছেলে। একাকি ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে শিলিগুড়ি সূর্য নগরের বাসিন্দা ৬৮ বছরের বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী স্বপ্নেশ ভৌমিক, ভরসা বলতে কাজের লোক। তবে এরকম পরিস্থিতিতেও নিজের স্ত্রী কিংবা পুত্রের প্রতি কোন অভিযোগ করেননি তিনি। যদিও আশেপাশের প্রতিবেশীরা ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লক্ষীপাল সাধ্যমত বৃদ্ধির পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। তারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন বৃদ্ধের ছেলে ও স্ত্রীর সঙ্গে। জীবন মৃত্যুর লড়াই একাই চালাতে হচ্ছে ওই বৃদ্ধকে, জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় প্রিয়জনরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। পুত্র আবার বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। যখন তার পরিবারের লোকেদের তার পাশে দাঁড়ানোর একান্ত প্রয়োজন ছিল সেই সময় তারা তাকে একাকী এই অবস্থায় ফেলে চলে গেছে, সত্যিই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ঘটনা। জীবনের কঠিন বাস্তব এটাই, নিজের একান্ত আত্মীয়রাও প্রয়োজনের প্রিয়জনে পরিণত হয়েছে।

সাফারি পার্ক পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল সাফারি পার্ক পরিদর্শন করে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীদের মাঝে কিছুটা সময় কাটালেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি নিজে অনেকটা সময় কাটালন বেঙ্গল সাফারি পার্কে। নিজে এদিন অনেক দূর থেকে হলেও নিরাপদ থেকে পশুদের দেখলেন। তিনি জানালেন আরো বিভিন্ন পশু এবং পাখিদের আনবার ইচ্ছা আছে সামনের নতুন বছরে। এখানকার বন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে কথা বললাম এবং ওদের সাথে আলোচনা করে স্থির করেছি সামনের বছরে এই বেঙ্গল সাফারিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। বর্তমানে বনমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন। তিনিও আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন। এখন বছরের শেষে কিছু বলছি না। তবে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে এই বেঙ্গল সাফারিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ – ৬ জানুয়ারি, ২০২৩

মেষ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বাধা। কাউকে অর্থ ধার দিলেও সেই অর্থ পেতে সমস্যা হতে পারে। পকেটমার বা অর্থ, চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিবন্দীদের সাহায্য করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। পিতামাতার জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ করা শ্রেয় নয় ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শিশুদের খাবার খাওয়ান।

মিথুন রাশি : আর্থিক আচার্যের দরুণ ঋণগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সংসারে আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। বন্ধুর থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোনার হার পরুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার দরুন উপার্জন বৃদ্ধিতে বাধা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানকে দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শিশু কন্যাদের লাল কাপড় ও লাল চুড়ি দিন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : গনেশ বা বিষ্ণু মন্দিরে ব্রোঞ্জের দীপ জ্বালান।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে চাকরির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ এবং উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সাবধানে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কাঁচা হলুদ, কেশর, হলুদ চন্দন, হলুদ শস্য সব দ্রব্য ব্যবহার করুন।

তুলা রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চুরি, পকেটমারী প্রভৃতি অর্থহানির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা হতে পারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

প্রতিকার : নারীদের সম্মান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ হলেও অর্জিত অর্থের সঞ্চয়ে বাধা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে শ্রমদানে সম্মান লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : দরিদ্র ব্যক্তিদের হলুদ মিষ্টান্ন খেতে দিন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। নামকরা কোম্পানিতে কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : পুরানো ও ছেঁড়া বইপত্র ফেলে দিন।

মকর রাশি : কোন সজ্জন ব্যক্তির সাহায্যে কর্মশালা সুযোগ মিলতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে কোনো উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া বা দেহের নিম্নাঙ্গের পীড়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বাড়িতে কোনো আবর্জনা রাখবেন না।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে যে কোন কর্মে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন। স্বজনের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ফাটকা অর্থ পাওয়ার জন্য শেয়ার মার্কেট বা লটারিতে বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ২৮ বার ওঁম মন্ত্র রোজ পাঠ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। প্রিয়জনের থেকে কোনও দ্রব্যাদি বা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন কর্মক্ষেত্রে সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা উন্নতির সুযোগ মিলবে। অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা জনিত রোগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গরুকে জাবর বা সবুজ মিলেট খেতে দিন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।

ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি

চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

ইন্ডিগোয় চাকরি

কিছু টেকনিক্যাল অফিসার নেবে বিমান পরিবহন সংস্থা ইন্ডিগো। নিয়োগ হবে সংস্থার ওয়্যারহাউস ও স্টোর বিভাগ। পদের নাম জুনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার–পিএলএম (ওয়্যারহাউস অ্যান্ড স্টোর)। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি টেক ডিগ্রি ও এয়ারক্রাফট মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিজিসিএ কর্তৃক স্বীকৃত ডিপ্লোমাধারীরা আবেদনের যোগ্য। অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহার করে কাজ করার জ্ঞান থাকতে হবে। এ এম ও এসের মতো অ্যাভিয়েশন সফটওয়্যারের ব্যবহার জানা থাকলে সুবিধা হবে। এই নিয়োগের জব আই ডি : ২৫৫০৩।

ডিজিসিএ–র গাইডলাইন ও সংস্থার নির্দেশিকা অনুসারে স্টক রুম ও ওয়্যার হাউসের প্রাত্যহিক কাজকর্ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এই পদের মূল দায়িত্ব। স্টক রুমে মজুত থাকাকালীন বিমান পরিবহন প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন সরঞ্জামের গুণাগুণ বজায় রাখার জ্ঞান দরকার হবে। আগ্রহীরা অনলাইন দরখাস্ত করতে পারেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://goindigo.app.ai/jobs/ অনলাইন দরখাস্ত করার আগে ই–মেল অ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ বলা হয়নি এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে। যত দ্রুত সম্ভব দরখাস্ত করবেন। তথ্যের জন্য দেখবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কে চাকরি

আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কে চাকরি হয় বিভিন্ন বিভাগ ও পদে। নিয়োগের প্রক্রিয়া চলতে থাকে বছরভর। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ভিত্তিতে এখনই নানা শূন্য পদে আবেদনের সুযোগ আছে। এছাড়াও আবেদন করে রাখা যায় বছরের যে কোনও সময়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা (থাকলে) ইত্যাদির নিরিখে কোনও বিভাগ বা পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত প্রার্থীদের সঙ্গে সংস্থার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে নেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। কত রকমের পদে চাকরি হয়, পদ অনুসারে কাজের দায়িত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদে জানার জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইটে : www.icicicareers.com

শূন্যপদে থাকলে বা তৈরি হলে অনলাইনে জমা দেওয়া তথ্যাবলি বিচার করে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। যোগ্যতার নিরিখে ইন্টারভিউয়ের ডাক পাবেন প্রার্থী। তার আগে সর্বশেষ বায়োডাটা, ফটো, ডিক্লেয়ারেশন–কাম–আন্ডারটেকিং জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের ইন্টারভিউ আয়োজিত হতে পারে। ইন্টারভিউয়ে সফল হলে নথিপত্র যাচাই করা হবে।

আগ্রহীরা এখনই চাকরির আবেদনপত্রটি হিসেবে লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

কাজের খবর

কলকাতা পুরসভায় সাব–ওভারসিয়ার

সাব–ওভারসিয়ার পদে ৭৫ জনকে নেবে কলকাতা পুরসভা। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 12 of 2022,

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ : সাধারণ ৩৫, তফসিলি জাতি ১৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি–এ ৭, ও বি সি–বি ৫, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ২। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত মাধ্যমিক। বয়স : ১–১–২০২২ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। এ রাজ্যের সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : পে লেভেল–৪ অনুসারে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা, জাতীয় স্কুল গেমস, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। দক্ষ খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে এই সব ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে। ভলিবল, টেনিস, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক, জুডো, রাইফেল শুটিং এবং খো খো।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mscwb.org দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি। দরখাস্তের সময় বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, কাস্ট, ও বি সি সার্টিফিকেট, দৈহিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেট স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

দরখাস্তের ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ২০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সামমিট করুন। সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

অটোমোবাইল ট্রেনিং (টু হুইলার টেকনিশিয়ান) এবং কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ কোর্সে ট্রেনিং দিচ্ছে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। দুটি কোর্সেরই মেয়াদ তিন মাস। অটোমোবাইল ট্রেনিং কোর্সটি অম্বুজা সিমেন্টের অন্তর্গত স্কিল অ্যান্ড অন্ত্রেপ্রেনরশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সেডি) এবং টি ভি এস মোটর কোম্পানি যৌথভাবে করবে। ট্রেনিং শেষে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন এস ডি সি) অনুমোদিত শংসাপত্র দেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের সহায়তা করা হবে। ছেলে মেয়ে উভয়েই আবেদন করতে পারেন। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২ জানুয়ারি থেকে।

আসনসংখ্যা : ২০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত মাধ্যমিক পাশ। কোর্স ফি : ১,৫০০ টাকা।

অটোমোবাইল ট্রেনিং কোর্সে ভেহিকাল সার্ভিসিং, ইঞ্জিন রিপেয়ারিং, এফ আই সিমেন্ট সহ ভারত স্টেজ সিক্সের বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ কোর্সে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, অফিস এটিকেট, গ্রুমিং, আই টি স্কিলের বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে।

আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে প্রার্থীদের ভর্তি নেওয়া হবে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১ জানুয়ারি। ঠিকানা : অম্বুজা সিমেন্ট পাউন্ডেশন (সেডি), সাঁকরাইল, ধুলাগড়ী, হাওড়া।

বিশদ জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ambujacementfoundation.org ফোন করতে পারেন এই নম্বর : ৯৫৩১৫ ২৭৪০১, ৮০১৩০ ৩২৩৯৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে)।

সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডে ১৩২

বিভিন্ন পদে ১৩২ জন কর্মী নেবে সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড। এটি কেন্দ্রের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CSB/9/2022. শূন্যপদের বিবরণ : আপার ডিভিশন ক্লার্ক ৮৫টি (সাধারণ ৩৭, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ২২, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৮)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। বেতনক্রম : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট (অ্যাডমিন) : ২৫টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট (টেকনিক্যাল) : ৫টি (সাধারণ ৪, ও বি সি ১)। বেতনক্রম : ৩৪,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড–ওয়ান) : ৪টি (সাধারণ ৩, ও বি সি ১)। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) : ৫টি (সাধারণ ৪, ও বি সি ১)। বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। জুনিয়র ট্রান্সলেটর (হিন্দি) : ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ১) বেতনক্রম : ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড টু) : ৪টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। বেতনক্রম : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : httpa//csb.gov.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জানুয়ারি।

আগ্রহীরা শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া, আবেদনের পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

এয়ারপোর্টস অথরিটির জুনিয়র এক্সিকিউটিভ

৩৫৬ জন জুনিয়র এক্সিকিউটিভ নেবে এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এ টি সি) বিভাগে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০৮/২০২২।

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ১৪৫, তফসিলি জাতি ৫৩, তফসিলি উপজাতি ২৭, ও বি সি ৯৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৩৫)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক। অন্যতম বিষয় হিসেবে ফিজিক্স ও অঙ্ক পড়ে থাকতে হবে। অথবা যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় বি ই। যে কোনও একটি সেমেস্টারে অন্যতম বিষয় হিসেবে অবশ্যই ফিজিক্স বা অঙ্ক পড়ে থাকতে হবে। ইংরেজি বলায় ও লেখায় দক্ষতা থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ২১–১–২০২৩ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রাথমিক ভাবে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নথিপত্র যাচাই, ভয়েস টেস্ট, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্সের টেস্ট নেওয়া হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aai.aero প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির সই (১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১,০০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া থেকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স পাস করা প্রার্থীদের ফি দিতে লাগবে না। অনলাইন ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে ফি জমা দিতে হবে।

ফি জমা দেওয়ার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ২৩০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। পাবলিক ৫। চন্দ্র, চাঁদ ৭। সমুদ্র ৯। উৎসব বা পর্ব উপলক্ষে দেওয়া পারিতোষিক ১০। মৌখিক ১২। একেবারে সদ্যভাজা।

উপর–নীচ

১। ঈশ্বর, ভগবান ৩। নয়টি চূড়াযুক্ত দেব মন্দির ৪। রাশিচক্রে লগ্ন থেকে অষ্টম স্থানে শনিগ্রহের অবস্থান ৬। বিশাল কাজকর্ম ৮। অপ্রাসঙ্গিক ১১। মুণ্ডহীন রাজা।

সমাধান : ২২৯

পাশাপাশি : ১। অভিযোগ ৪। কার ৫। আবহমান ৭। ধনদা ৯। সরল ১০। খোলাবাজার ১১। তালা ১২। জনকতা।

উপর–নীচ : ১। অর ২। যোগবল ৩। আইন ৪। কাননবালা ৬। মায়ার খেলা ৮। গজানন ১০। খোদাই। ১১। তাতা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

আবাস যোজনার সমীক্ষা ঘিরে

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ নামখানায়

অমিত মণ্ডল : আবাস যোজনার সমীক্ষা ঘিরে বিজেপি ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দফায় দফায় বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা। রাতের অন্ধকারে আবাস যোজনার তালিকা তৈরি করা ও প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করার অভিযোগে নামখানা পঞ্চায়েত ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি কর্মী- সমর্থকরা। বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় পঞ্চায়েতের কাজকর্ম।

দুই ঘন্টা বিক্ষোভ চলার পরে এই বিক্ষোভের রেশ গিয়ে পড়ে নামখানা বিডিও অফিসে। বিডিও চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি। প্রায় ৬ ঘন্টা ধরে চলে এই গনঅবস্থান। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিডিও অফিসের গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ফলে ব্যাহত হয় বিডিও অফিসের কাজ কর্ম।

বিডিও অফিসে বিভিন্ন দরকারী কাজ নিয়ে আসা বহু সাধারন মানুষকে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। বিডিও অফিসের ভেতর আটকে পড়ে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা মালি সহ বিডিও অফিসের সরকারি আধিকারিকরা। বিক্ষোভকারীরা জানাতে থাকে নামখানার বিডিও তাদের সঙ্গে দেখা করার পর অবরোধ তুলে নেবে। তবে ছয় ঘন্টার বিক্ষোভ চলার পর নামখানার বিডিও ফোনে বিক্ষোভ কারিদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরেই বিক্ষোভ কারীরা অবস্থান তুলে নেন। এ বিষয়ে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সাগর বিধানসভার মন্ডল ফাইভের সভাপতি অনুপ সামন্ত বলেন বিডিও স্যারের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। উনি জানিয়েছেন নামখানা পঞ্চায়েতে রাতের অন্ধকারের যে দুর্নীতি হয়েছে তদন্তের মাধ্যমে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে যোগ্য প্রাপকরা বাড়ি পাবে।

অন্যদিকে গতকাল নামখানা ব্লকের বুধাখালি পঞ্চায়েতের রাজনগর ঘোলাপাড়ায় আবাস যোজনার তালিকা নিয়ে গরমিলের অভিযোগ তুলে অঙ্গনওয়াড়ির শিক্ষিকা মিতা পণ্ডাকে আটকে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পরে পুলিশ গিয়ে ওই শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার ওই পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকে।

নিরাপত্তার দাবীতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও নামখানা বিডিও অফিসে ধর্নায় বসেন। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবী তোলেন তাঁরাও। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত আগামী দিনে নামখানা ব্লকের সমস্ত আইসিডিএস সেন্টার বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

অস্ত্র সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলা জুড়ে চলছে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কাজ। এবারে অস্ত্র উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো বকুলতলা থানা এলাকার বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েতের বুইজবাটি গ্রামে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ বাড়ি থেকে রবিবার রাতে বাপি সরকারকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ। কি কারনে পেশায় শ্রমিক বাপি এই অস্ত্র মজুত করেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এলাকার একটি দুষ্কৃতি দলের সঙ্গে বাপির যোগাযোগ আছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বাপির স্ত্রী মেনকা সরদারের অভিযোগ কেউ তার বাড়িতে এসে না জানিয়ে ঘরের মধ্যে এই অস্ত্রগুলো রেখে দিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। তিনি বলেন, আমার স্বামীকে জোর করে ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশের প্রতি আস্থা আছে, পুলিশ সঠিক তদন্ত করে আসল দোষীকে চিহ্নিত করে তাকে শাস্তি দেবে।

আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নার্সের স্কুটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো গড়িয়ার অবন্তীপুরে। একটি বেসরকারী হাসপাতালের নার্স নবমিতা বৈদ্য কাজ সেরে সোমবার রাতে অন্যান্যদিনের মতো নিজের স্কুটিটি রেখে বাড়িতে চলে যান। রাত্রি আড়াইটা নাগাদ আচমকাই প্রতিবেশীর ফোন পেয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেখেন দাউ দাউ করে জ্বলছে তার স্কুটিটি। পাশে থাকা আরেকটি বাইকও ক্ষতিগ্রস্ত হয় আগুনে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার পাশে অনেকেই মদ্যপানের আসর বসায়। তাদেরই কেউ স্কুটিটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নরেন্দ্রপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাগরের পুলিশি ব্যবস্থা

অহীন ঘোষ : ২৫ ডিসেম্বর সুন্দরবনের পুলিশ সুপার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবারের গঙ্গা সাগর মেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১৩ হাজার পুলিশ কর্মী বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকবেন। এবছর নতুন সংযোজন।

পুলিশের মহিলা উইনার্স টিম। আধুনিক অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত ৩০ জনের একটি টিম তৈরী করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২০জন থাকবেন গঙ্গা সাগর। বাকি ১০ জন কাকদ্বীপে। যখন যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে তারা পৌঁছে যাবেন। পুলিশ সুপার বলেন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এই মহিলা উইনার্স টিম কে অত্যন্ত উচ্চ মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ বছর তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা গত দু'বছরের তুলনায় অনেক বেশি হবে। সে জন্য সাময়িক ভাবে কিছু স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হবে। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গঙ্গা সাগর মেলার কাজে লাগানো হবে। কলকাতা থেকে গঙ্গা সাগর মেলা পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের সমন্বয়ে কাজ হবে। সব ধরণের নাশকতা এবং উস্কানিমূলক আচরণ প্রতিহত করার জন্য সাদা পোশাকের পুলিশ সর্বএ নজর রাখবে। মুড়ি গঙ্গা নদীতেও গত বারের মত নজর দারি থাকবে। সিসিটিভি এবং ড্রোন এ নজর দারি করা হবে।

দুঃস্থদের সেবায় জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালাপাড়া। সেখানেই বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের কলাবিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বাপন সরদার। রবিবার ছিল তার ২৩ তম জন্মদিন। বরাবরই জন্মদিনটি ভিন্নভাবে পালন করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। মেতে ওঠে বন্ধুবান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীরা। নিজের জন্মদিন ভিন্নভাবে পালন করবেন বলে তিন বছর আগে সংকল্প করেছিল বাপন। বড়দিনের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গভীর রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছিল ওই কলেজ পড়ুয়া। সঙ্গে ছিল পোলাও, চিকেন কসা, মিষ্টি সহ অন্যান্য খাবার। ক্যানিং ষ্টেশনের আশেপাশে খোলা আকাশের নীচে থাকা ভবঘুরেদের হাতে তুলে দিলেন সেই সব খাবার। বাপন সরদার জানিয়েছে, বাড়িতে হইহুল্লোড় করে জন্মদিন পালন করে আনন্দে মেতে উঠি। সেই আনন্দ বদ্ধ ঘরেই আবদ্ধ থাকে। তখনই মনে পড়ে অসহায় ভাবে ফুটপাথে পড়ে থাকা মানুষদের কথা। সেজন্যই নিজের জন্মদিন দুঃস্থ মানুষের আনন্দদানের মধ্যে ভাগ করে নিতে সামান্য একটু আহার তুলে দিয়েছি। আজীবন এমনভাবে জন্মদিন পালন করে যাবো।

আবাস যোজনার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির ডেপুটেশন

বিষ্ণুপুর–১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির প্রতিবাদে দঃ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর–১ নম্বর ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন নেন ব্লকের বিডিও সুবীর কুমার দণ্ডপাত।

গণ বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি কৃষ্ণা বৈদ্য, রাজ্য নেতা প্রিতম দত্ত, জেলা কনভেনার নিতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, গৌতম প্রামাণিক, অভিজিৎ সরদার, দীপক হালদার প্রমুখ।

রাজ্য নেতা প্রিতম দত্ত বলেন, এই ব্লক সহ সারা রাজ্যে যশশ্বী প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আবাস যোজনার টাকা গরীবদের পাঠিয়েছেন তাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তৃণমূলের নেতারা ঘর পেয়েছেন। অথচ তাদের পাকা বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ সবই আছে। অথচ যাদের ঘর নেই তারা ঘর পায়নি। তাই আমরা ডেপুটেশন দিলাম বিডিও সাহেবের কাছে। যাতে করে প্রকৃত গরীব মানুষরা ঘর পায় সেই বিষয়টা দেখতে বলেছি। উনিও কথা দিয়েছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

গেট আটকে পুলিশ কিয়স্ক নির্মাণে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সদর বারাসতের হেলাবটতলা মোড়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মোয়াপাড়া মৌজার বাসিন্দা পার্থ রায়চৌধুরীর বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া তার দোকানঘর। তিনি গুঁড়ো মশলার ব্যবসা করেন। বাম জমানায় একবার তার বাড়ির সামনে দোকান বসানোর চেষ্টা হয়েছিল। তখন এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় রেহাই পেয়েছিলেন তিনি। তার অভিযোগ, বর্তমান শাসকের আমলে সেরকমই একটা প্রচেষ্টা চলছে তার বাড়ির সম্মুখভাগ আটকানোর। তার বাড়ির গেটের সামনে অবৈধভাবে কংক্রিটের নির্মাণ চলছে বলে অভিযোগ। জেলাসদর বারাসত শহরের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে এই নির্মাণ ঘিরে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। কোনও সাধারণ মানুষ বা সংস্থা নয়, খোদ পুলিশের বিরুদ্ধেই উঠেছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ফলে তার বাড়ির একেবারে কোল ঘেঁষে চলে গিয়েছে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড। অভিযোগ, তার বাড়ির মূল গেটের সামনে রাস্তার উপর পিলার তুলে ট্রাফিক কিয়স্ক তৈরির কাজ করছে পুলিশ। পার্থ জানান,

তিনি জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের চিঠি দেন। তাতে কোনও লাভ হয়নি। তার ভাগ্নে তীর্থঙ্কর মৈত্র কর্মসূত্রে আমেরিকায় থাকেন। ওই জমিতে পার্থর বোনেরও অংশ রয়েছে। তীর্থঙ্কর মৈত্র ৩০ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানান। এরপরেই আইজি (ট্রাফিক) বারাসতের পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি দেখতে বলেন। পার্থ বলেন, 'আমার বয়েস হয়েছে। বাম জমানায় হাইকোর্টে গিয়ে বাড়ির সামনে অবৈধ দোকান বসা আটকেছিলাম। এখনতো দেখছি খোদ পুলিশই আমার বাড়ির মূল গেটের সামনেটা আটকে দিয়ে স্থায়ী কিয়স্ক নির্মাণ করছে।' এ বিষয়ে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।' এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এক কর্তা জানান, সার্ভিস রোড দখল করে, কোনও স্থায়ী নির্মাণ করা যায় না। তবে পুলিশ কিয়স্ক তৈরি নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা অনভিপ্রেত। কারণ ট্রাফিক সিগন্যালিংয়ের জন্য পুলিশের তো কিয়স্ক জরুরি। তবে সেটা অবশ্যই সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করে নয়। ওখানে স্থায়ী নির্মাণ প্রসঙ্গে যে কথা শোনা যাচ্ছে তা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে। তাতে অস্থায়ী নির্মাণের কথাই হয়েছে। তবে জনস্বার্থেই পুলিশকে তাদের কাজের জন্য জায়গা দিতে হবে। আর ট্রাফিকের তো রাস্তাতেই কাজ। আর কিয়স্ক তো রাস্তাতেই থাকতে হবে। এ নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। আর বাড়ির মালিক তার গেট আটকানোর যে অভিযোগ তুলেছেন, তা ঠিক নয়। আগে যখন রাস্তা অপরিসর ছিল, তখন তো ওনার সামনের গেটটাই অবরুদ্ধ ছিল। কারণ ওখানে যেমন আগাছার ঝোপ-জঙ্গল ছিল, তেমনই ছিল মোটর-ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। এখনতো সড়ক সম্প্রসারণের জন্য বরং তার বাড়ির সামনেটা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে।'

গড়িয়ায় তৃণমূলের অন্দরমহলে গৃহযুদ্ধ

সুব্রত মন্ডল : রাজপুর -সোনারপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জয় হিন্দ বাহিনীর প্রাক্তন ওয়ার্ড সভাপতি আক্রান্ত। দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হলেন। তার অভিযোগ মুখে গামছা বেঁধে লোহার রড, ব্যাট দিয়ে তার বাঁ পায়ে, কাঁধে, বুকে মারা হয়। ঘটনাটি ঘটে গড়িয়ায় স্টেশন সংলগ্ন নতুন দিয়ারা এলাকায়। আহত প্রাক্তন সভাপতির নাম শুকদেব পুরকাইত। তার ইমারতির দ্রব্যের ব্যবসা রয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে বাইপাস এর কাছ থেকে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে

ভর্তি করা হয়েছে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনার স্থলে পৌঁছে অবস্থা সামাল দেয়। রাতেই তাকে দেখতে নার্সিংহোমে যান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব ঘোষ। এদিন তিনি বলেন খেয়াদহ এক নেতার নেতৃত্বে পরিকল্পনা মাফিক হামলা হয়েছে। নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা নিক এলাকাবাসীর এই আবেদন ছিল। শুকদেব পুর কায়িতের মা উমা পুরকাইত বলেন , আমার ছেলেকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল। ছেলের মাথায় বন্দুক ঠেকানো হয়েছিল। তৃণমূলের লোকজনই আমার ছেলেকে মেরেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ এলাকা দখল ও সিন্ডিকেট নানারকম তোলাবাজি নিয়ে পুরানো ঝামেলা ছিল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ জোগাড় করে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে এদেরকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গোসাবার পাঠানখালী থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম রাজু মন্ডল, সুশান্ত হালদার, তুষার মন্ডল, হামলায় মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বাকি এখনো দুজন অধরে আছে। পুলিশ তাদের ধরার জন্য চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।

বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে।রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি গ্রামে। ঘটনায় জখম হয়েছেন বিজেপি কর্মী সাধন পুরকাইত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে নিকারীঘাটার কোড়াকাঠির বাসিন্দা সাধন পুরকাতই পেশায় একজন গ্যাস সাপ্লায়ার। এদিন তিনি তাঁর ভ্যান সারাই করার জন্য কোড়াকাঠি মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অভিযোগ

সেই সময় জনাকুড়ি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতি তাকে ঘিরে ধরে। অতর্কিতে লাঠি, রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে দাবী গুরুতর জখম ওই বিজেপি কর্মীর। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব জখম বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা নিয়ে যায়। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং ১ নম্বর বিজেপি মন্ডল সহ সভাপতি কিংকর মন্ডল বলেন, 'আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে আমরা শনিবার ক্যানিং ১ বিডিও সাহেব কে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলাম। সেই সময় ওই বিজেপি কর্মী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই অপরাধে তাকে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। শুধু মারধর নয়, হুমকি দেয় কেউ এরপরও বিজেপি করে তবে তাদের চরম পরিণতি হবে'।

অন্যদিকে ঘটনার কথা অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবী রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে তার কোন ঠিক নেই। বিজেপির লোকজন বলছে দুষ্কৃতিদের কাজ।কেউ রাতের অন্ধকারে মারধর করলে সে কি তৃণমূল হয়ে যায়? অযথা তৃণমূল কংগ্রেস কে দোষ দিয়ে কোন লাভ হবে না। এটা বিজেপির ঘরোয়া কোন্দলের মারামারি হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

নিমপীঠে কৃষক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে হয়ে গেল কৃষক সম্মান দিবস ২০২২। প্রতি বছর এই দিনটি ভারতের প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা দেশ জুড়ে কিষান দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে,এদিন নিমপীঠ কেভিকে তে প্রায় ১০০ জন কৃষকের উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক চাষ-এর উপর একটি ট্যাবলো ভ্যানের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধান চন্দ্র কৃষি

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড: আর কে সামন্ত, আই.সি.এ.আর. -আটারি কোলকাতার ডিরেক্টর ড: এস. কে. রায়, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের চেয়ারম্যান শ্রীমদ্ স্বামী সদানন্দ মহরাজ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড: চন্দন মন্ডল সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীগন। এই ট্যাবলো ভ্যান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে চাষিদের মধ্যে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ করার গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এর পলে চাষিরা কম খরচে, স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে চাষাবাদ করতে উৎসাহী হবেন। ভারত সরকার এর কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমারের এর ভার্চুয়াল বক্তৃতার মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে টালবাহানা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সংবাদে প্রকাশ, মগরাহাট ২ নং ব্লকে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন। এই ব্লক অফিসটি উস্তিহাটে অবস্থিত। উস্তিহাট সড়ক পথ, রেলপথ ও জলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এরই ২০০ গজের মধ্যে রয়েছে সেচ-বিভাগের ২০ বিঘা জমি। উস্তি মৌজায় ১৪৮, ১৫৫, ৩৬৫ থেকে ৩৭৫ দাগের অন্তর্ভুক্ত ঐ ২০ বিঘা জমির মধ্যে ২ বিঘা জমি একটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ভোগ দখল করছে। অবশিষ্ট ১৮ বিঘা জমি সরকার বিলিবন্দোবস্ত করছেন বলে জানা গেছে। আরও প্রকাশ ১৯।৫।৭২ তারিখে স্থানীয় আধিবাসীগণ ঐ কেন্দ্রের এম, এল, এ-র নিকট স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের জন্য গণ-দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করেন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

স্বাস্থ্যদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্করের নিকট বিশেষ মন্তব্যসহ উক্ত দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও কোন সরকারী নির্দেশ এল না। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই অবহেলিত মগরাহাট পশ্চিমকেন্দ্রে যেখানে ১২ মাইলের মধ্যে কোন সরকারী হাসপাতাল নেই সেখানে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে এই টালবাহানা হচ্ছে কেন?

৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭২, ১৬ই পৌষ, ১৩৭৯, রবিবার

ওসিকে হুমকি তৃণমূল বিজেপির

অভীক মিত্র : একুশে ডিসেমবর সাঁইথিয়া চারতলা মোড়ে বিক্ষোভ সভায় বীরভূম জেলা তৃণমূল সহসভাপতি মলয় মুখার্জী বলেন, কিছু প্রশাসনিক আধিকারিকরা অন্যদলের হয়ে চাটুকারিতা করছে যারমধ্যে সাঁইথিয়া থানাও আছে। সুন্দরবনে বদলি করতে আধঘণ্টা সময় লাগবে। গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা,বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানো,তৃনমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং সাঁইথিয়ায় শান্তি ফেরানোর দাবিতে বীরভূম জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সাঁইথিয়া থানায় ডেপুটেশন জমা দিতে যাওয়ার সময় পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের ধস্তাধস্তি বাধে ১৮ ডিসেমবর। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের কনভেনার উত্তমকুমার রজক বলেন, আপনারা জোট বাঁধুন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করার পাশাপাশি প্রার্থী দিন যেসব ওসিরা বাধা দেবে তাদের বাঁধুন।

বোমায় জখম দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : মামার বাড়ির চিলেকোঠায় মজুত রাখা বোমা ফেটে জখম হল দুই বালক মাড়গ্রাম থানার একভালা গ্রামে ২৩ ডিসেম্বর দুপুরে। দুই শিশুকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জখম শিশুদের দাদু তৃনমূল কর্মী জামিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জখম দুই বালকের নাম রোহন শেখ ও সোহন শেখ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

দুই মেয়ে সহ আত্মঘাতী মা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাভপুর থানার হাতিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিষয়পুর গ্রামে আল্লাদি ধীবরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সুকুমার ধীবরের। সুকুমার কর্মসূত্রে বাইরে থাকে বোলপুরে গাড়ি চালায়। ২৪ ডিসেম্বর বড়ো মেয়ের জন্মদিন থাকায় আল্লাদি তার স্বামীকে বারবার আস্তে বললে সে না আসায় পারিবারিক অশান্তির জেরে আল্লাদি দুই মেয়ে পিউ ও মৌসুমীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির একটি ঘরে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। চিৎকার শুনে প্রতিবেশী শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছুটে এসে দরজা ভেঙে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মা ও তার ছোটো মেয়েকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। বড় মেয়ে পিউ ধীবর আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। শারিরীক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাভপুর থানার পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে নলহাটি রামমন্দির এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ উদ্ধার করলো রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, চারটে ম্যাগাজিন, তিরিশ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত দুজন হল মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলের আইনুল শেখ এবং বীরবল সরকার। ২৪ ডিসেম্বর অন্যদিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২১ ডিসেম্বর রাতে অস্ত্র সমেত সেলারপুরের বাসিন্দা শেখ আনসারউদ্দিন গ্রেপ্তার করে সদাইপুর থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি থেকে একটি দেশী পাইপগান এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

কয়লা উদ্ধার গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৪ ডিসেম্বর রাতে চিনপাই পেট্রোলপাম্পে ৬০নং জাতীয় সড়কে অবৈধ কয়লাবোঝাই লরি উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুবরাজপুর থানার শিমুলডিহি গ্রামের বাসিন্দা ১৯ বছরের শেখ ছোটন ওরফে লালন। সাতেরো টন কয়লা উদ্ধার হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪

দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এছাড়া ২২ ডিসেম্বর রাত দেড়টা নাগাদ প্যাটেলনগরে তিনটি ডাম্পার ও একটি লরি থেকে অবৈধ কয়লা উদ্ধার করেছে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। প্রতি গাড়িতে প্রায় চল্লিশ মেট্রিক টন কয়লা ছিল।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত স্টেশন মাস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্টারলকিং কাজ করে ফেরার পথে সাঁইথিয়া ও গদাধরপুর স্টেশনের মাঝে ভৈরবতলা মন্দিরের কাছে পদাতিক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা গেলো গদাধরপুর স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। মৃতের নাম অজয়কুমার পাশোয়ান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২– ৬ জানুয়ারি, ২০২৩

শিল্প যখন রাহু গ্রাসে

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সংস্কৃতির ওপর রাজনৈতিক আত্তীকরণের প্রচেষ্টা নতুন নয়। ভারী শিল্প, মাঝারি শিল্পের দিন এ বঙ্গে ক্রমশ অতীত হয়ে যাচ্ছে। বাঙালি শিল্পী মনের মানুষ এমন সুখ্যাতি সারা ভারত জুড়ে। 'কলাকার বাঙালি' বিভিন্ন প্রান্তে যে সুনাম অর্জন করেছে তা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক তরজায় প্রকট হয়ে উঠেছে এ বঙ্গের সুনামের ক্ষেত্রে। কলকারখানা এ রাজ্যে এক সময় ট্রেড ইউনিয়নের বেহিসেবী আন্দোলনের কারণে কর্মহীনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তবু শিল্পরসিক বাঙালি দমে যায়নি। কংগ্রেস আমলে দেবব্রত বিশ্বাসকে 'ব্রাত্যজন' করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে বাম আমলেও উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' মঞ্চস্থ করা নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি। সে আমলে কেবলমাত্র বাম মনস্ক কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা পাদপ্রদীপের তলায় আসতেন। ডাক পেতেন নানা উৎসব অনুষ্ঠানে। নানা পুরস্কার ও পদ তাদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। পরিবর্তনের সরকার সে পরিস্থিতি বদলাতে পারেনি। বর্তমানে খেলা মেলা উৎসব অনুষ্ঠানের একটা আনন্দঘন পরিবেশ পশ্চিমবাংলায় তৈরি করা হয়েছে। মানুষের জীবন যাত্রার মান উর্ধ্বগতি কিংবা নিম্ন গতি হোক খেলায় মেলায় জনস্রোত কম হয় না। মঞ্চ আলো করে থাকে রাজনৈতিক বহু মানুষ। তারা অধিকাংশই শিল্প সংস্কৃতির থেকে দূরে থাকলেও শাসক দলের কাছাকাছি থাকেন।

টলি উডের বহু শিল্পী আজ ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন শাসকদলের কিছু নীতির সঙ্গে সহমত পোষণ না করার জন্য। বাম আমলে যাদের এককথায় 'ফ্যাসিস্ট' ও 'বুর্জোয়া' বলে দাগিয়ে দেওয়া হতো সেই সব শিল্পীদের অনেকেই বামপক্ষে আবার কেউ কেউ রামপক্ষে। বাংলা সংস্কৃতির এ ধরায় রাজনীতি যেভাবে থাবা বসিয়েছে তা আগামী দিনে এ রাজ্যের সৃষ্টিশীল মানুষজন কতটা সক্রিয় হবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যে।

জ্যোতি বসুর আমলে তৈরি হওয়া নন্দন প্রেক্ষাগৃহে স্থান হয় না বাম ভাবনায় উদ্বুদ্ধ পরিচালকের 'ভবিষ্যতের ভূত' কিংবা 'অপরাজিত' সিনেমাগুলি। অন্যদিকে শাসকদলের সাংসদ অভিনেতা দেব ও একদা তৃণমূল বর্তমানে দিল্লি ঘনিষ্ঠ বিখ্যাত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনীত ছবি 'প্রজাপতি' ডানা মেলতে পারে না নন্দন প্রাঙ্গণে। সম্প্রতি জি–২০ বৈঠকের অজুহাতে ইকোপার্কে বাংলার অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গীতানুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে তিনি চলচ্চিত্র উৎসবে এমন একটি গান গেয়েছিলেন যা নাকি 'গেরুয়াপন্থী'।

শিল্পীদের মধ্যে এই ভাগাভাগির রোগ বাম থেকে তৃণমূল আমলেও একই ভাবে চলে আসছে। মিঠুন চক্রবর্তী কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ডাক না পেলেও মুম্বাই থেকে শাহরুখ খান সহ এক ঝাঁক নক্ষত্র সম অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিমানে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। রাজনীতির রঙিন চশমায় বাংলার শিল্প সংস্কৃতি ক্রমশই ধোঁয়াশাময় হয়ে উঠছে। রাজনীতির কারণেই সিঙ্গুর থেকে টাটাদের বিদায় নিতে হয়েছিল। রাজনীতির কারণেই টলিউডের অনেক নামকরা পরিচালক ও শিল্পী আজ কাজ হারা হয়ে গেছেন। বাধ্য হয়ে বহু অভিনেতা অভিনেত্রী এবং পরিচালক নানা রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন। কেউ কখনও বা সঙ্গীতশিল্পী হন মন্ত্রী কিংবা অভিনেত্রী হন কোন দলের নেত্রী। শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। রাজনীতির জগতে সেই সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা কতটা সফল তা সেই এলাকার লোকজন বিলক্ষণ জানেন। তবু জীবন জীবিকার জন্য, বাংলার জন্য, বাঁচার জন্য শিল্প ও সংস্কৃতি অপরিহার্য।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

আমি দুর্মদ এই অহঙ্কারকে পরিত্যাজ্য বোধ করেও অজ্ঞান বশতঃ দুঃখে জর্জরিত হচ্ছি। আমার আর কি করা উচিৎ, সেই উপদেশ পেতে চাই।

রাম আরও বললেন– মানুষের মন দুরন্ত কুকুরের মত এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়। নানা বিষয়ের তরঙ্গরাশিতে মন সবদা তরঙ্গায়িত হয়। ক্ষণকালের জন্যও মন নির্বিষয় হয়ে বিশ্রান্তি লাভ করে না। দুরন্ত ব্যাধ যেমন ভোজনলোলুপ পাখিকে জালবদ্ধ করে, আমার চিত্তও আমাকে তেমনই ভোগতৃষ্ণায় আবদ্ধ করেছে। সংসার সাগর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আমি প্রচেষ্টা করেও বিফল হচ্ছি। চিত্তের কোন ভৌতিক অস্তিত্ব নেই, অথচ চিত্তের কল্পনাবিলাস ক্রমাগত বর্ধমান। বিচার দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করা যায়, কিন্তু বজ্রকঠিন, প্রমত্ত এবং অবয়বহীন এই মনকে নিগ্রহ করা অতি দুঃসাধ্য বোধ হচ্ছে। চিত্তের কারণে জগৎসৃষ্টি, চিত্তের লয়ে জগতের বিলুপ্তি ঘটে। অতএব অসত্য সংসারের বিলোপ–সাধনে মনের চিকিৎসা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তার উপায় আমি জানি না।

রাম বললেন, আত্মতত্ত্বের বিকাশ সাধনে বাসনা–তৃষ্ণা অন্ধকার কালরাত্রিস্বরূপ। রাগ–দ্বেষ–ক্রোধ–ভয়াদি নিশাচর পাখির মত সেই তৃষ্ণারূপ কালরাত্রিতে আনন্দে বিচরণ করে। চিন্তায় চিন্তায় আমি চিত্তরূপে বিশুদ্ধ জলাশয়ের মত শুকিয়ে মরছি। চাতক পাখি যেমন একটু জলের আশায় বৃক্ষশাখায় বসে গগনমুখী হয়, জল না পেয়ে পরক্ষণে উড়ে গিয়ে অন্য শাখায় বসে, তেমনই আমি আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়েও পরক্ষণেই বিষয়–তৃষ্ণায় ভিন্নমুখী হই।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ভারত মহাসাগরে সোকট্রা নামে একটি দ্বীপ আছে, যেখানে গেলে ভাববেন হয়ত কোন এলিয়েনের দেশে চলে এসেছেন। এখানকার জীবজন্তু থেকে শুরু করে গাছপালা সবই পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে ৪০ হাজারেরও বেশি বেদুইন প্রজাতির মানুষ বসবাস করে।

একটি মৃত্যু ও তার নেপথ্য প্রেক্ষাপট

নির্মল গোস্বামী

একটা জাতির সংস্কৃতি হল রাজনীতির উপরি কাঠামো। অর্থাৎ রাজনীতিই সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই সম্পর্কটা হল দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। আরো সোজা কথায় বলতে হলে বলতে হয় যে, রাজনীতি বেশির ভাগ সময়ে সাংস্কৃতিতে প্রভাবিত করলেও এটা স্থায়ী সম্পর্ক নয়। সময়ে সময়ে সংস্কৃতিও রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে থাকে। ইতিহাসে তার উদাহরণ আছে। ১৯৬২ সালে চিনে সাংস্কৃতি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন কমরেড মাও। তিনি জনগণ–তান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির এই শাসন ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে সেই উপযোগী সাংস্কৃতিক চেতনা যাতে জনমানসে গড়ে ওঠে তার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। কারণটা হল যে, রাষ্ট্র কাঠামো যদি সমাজতান্ত্রিক হয় সেখানে জনসংস্কৃতি যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রভাবিত হয় তাহলে রাষ্ট্র কাঠামো বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। রাষ্ট্র কাঠামোর উপযোগী সংস্কৃতি চাই দেশে।

আমাদের রাজ্যের চিত্রটা হল অনেকটা ওই রকম। এখানে যে রাজত্বটা শাসকদল ভোটের মাধ্যমে পেয়েছে তাকে ধরে রাখতে হলে বাংলার চিরাচরিত সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হবে। তার স্থানে তৃণমূলী সংস্কৃতি চালু করতে হবে জনমানসে। তৃণমূলের রাজালাভ হঠাৎ করে কুড়িয়ে পাওয়া ধন। মমতা ব্যানার্জী অতীতে অনেক লড়াই করেছেন একথা যেমন সত্য। তেমনি ধীরে ধীরে এই পার্টি আদর্শকে ভিত্তি করে শক্তি সঞ্চয় করেনি। মূলত বাম রাজনীতির ভুল পদক্ষেপে মমতা ব্যানার্জীর ক্ষমতা লাভ। কৃষকের জমি দখলের পদ্ধতিতে মার খেল বাম সরকার। তৃণমূল সুপ্রিমো যখন জমি আন্দোলন শুরু করেন তখন তৃণমূলের ভাঁড়াড়ে একটা এম পি আর ৩২টা এম এলএ মাত্র। কিন্তু তবুও মমতার দল ক্ষমতায় এলো কারণ বাংলার জন সাংস্কৃতি যা রাজনীতিকে প্রভাবিত করল।

স্বাধীনতার পর থেকেই বামপন্থীদের দৌলতে বাংলায় একটা সর্বহারা সংস্কৃতির বীজ বপন করা হয়ে ছিল বাংলার মাটিতে। বামেরা মানুষের বুঝিয়ে ছিল যে দেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূরক হল কংগ্রেসী রাজনীতি তথা সরকার। পুঁজিপতি আর জোতদার জমিদারদের শাসনে শোষণে নিষ্পেষিত হচ্ছে জনগণ। তাই শ্রমিক কৃষকের নেতৃত্বে আর একটা বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা

দখল করতে হবে। সেই শাসন শোষণের চিত্র ফুটে উঠত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যমে। গানে–গল্পে–প্রবন্ধে–উপন্যাস–নাটকে ফুটে উঠল শোষণ আর কুশাসনের প্রতিচ্ছবি। ৬০ দশকে কোন মানুষ শ্রমিক কৃষকের কথা না বলে প্রগতিশীল হতে পারতেন না। বামপন্থী সংস্কৃতি বা গণসংস্কৃতির পথিকৃত ছিল ভারতীয় গণ নাট্য সংঘ। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জগতে একটা আলোড়ন উঠল। গণ আন্দোলনের পরিপূরক গণ সংস্কৃতির কারণে জনমানসে জোতদার, জমিদার, পুঁজিপতি সম্পর্কে একটা ঘৃণার স্থায়ী বাতাবরণ তৈরি হল। দীর্ঘ বাম শাসনে সেই সংস্কৃতি আরো পুষ্ট হল। এরপর বাম সরকারের জমি অধিগ্রহণের জন্য নন্দীগ্রাম আর সিঙ্গুরের চাষিদের উপর অত্যাচার আর টাটা তথা পুঁজিপতি প্রেম বাংলার দীর্ঘ লালিত সংস্কৃতির মূলে আঘাত করল।

এখানে সংস্কৃতি রাজনীতিকে প্রভাবিত করল। তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনে দিল। তারপর ঘটনার স্রোতধারা বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রতিরূপ হয়ে উঠল। তৃণমূল ক্ষমতায় এসে বুঝল যে তার কোন আদর্শ ভিত্তিক জন সমর্থন নেই যা দীর্ঘকাল পাটিকে ক্ষমতায় ধরে রাখবে। ফলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে যা যা করার প্রয়োজন তাই করতে বাধ্য হল। নীতি আদর্শহীন একদল আমলা আর নেতা হলেই হবে না। ব্যাপক অংশের মানুষকে আদর্শহীন করতে হবে। তাই হলো। অধ্যাপক থেকে বুদ্ধিজীবী কেউই শুধু দুর্নীতি দেখতে পান না তাই নয়, তার স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করে। গ্রামেগঞ্জে করে খাওয়ার জন্য দেদার লুঠের ব্যবস্থা পাকা হল কাটমানির মাধ্যমে। নেত্রী যা বলবে তাই বেদ বাক্য। দিদির প্রেরণা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বাতাসও বহে না। এই সংস্কৃতি জন্ম নিল ধীরে ধীরে। এখানে নেতাদের ঘুষ নিতে দেখেও জনগণ তাদের ভোট দেয়। এই সংস্কৃতি এলো রাজনীতির হাত ধরে। মনীষীদের জন্ম দিন পালনের সভা নেতানেত্রীর কাট আউট মনীষীদের ছবির থেকে বড় হল। কার স্মরণ বোঝা মুস্কিল। রাজনীতির হাত ধরে এই সংস্কৃতি এলো। ভোট করতে দেওয়া হবে না, অথবা হলেও বিরোধীদের দাঁড়াতে দেওয়া হবে না তার জন্য জীবন–হানি রক্তপাত কোন কিছুই বাদ গেল না। আশ্চর্যের বিষয় ওই সব গায়ের জোরে জেতা প্রধানরাই যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করে বসতে লাগল। যারা সমাজে ঘৃণিত হবার মতো কাজ করল, ঘৃণার পরিবর্তে সম্মান পেল সমাজে। রাজনীতির চাপে সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটল এইভাবে।

কোন অন্যায় অন্যায় নয়, ছোট ভুল মাত্র। আদালত বলছে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। মন্ত্রী মণ্ডল সমবেত ভাবে অর্থনৈতিক বেআইনি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবুও গণ–পরিসরে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এরই নাম বন্ধ্যা সংস্কৃতি যা আধিপত্যবাদ রাজনীতির ফসল। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারী কৌটিল্যের যুগেও ছিল। কিন্তু তারা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে না। দুর্নীতিপরায়ণ নেতা–মন্ত্রীরাই পারে সংস্কৃতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে।

সরকারী অনুদান প্রাপ্ত সর্বনিম্ন স্তরের মহিলা সমাজকর্মীরা হলেন আইসিডিএস ও আশকর্মীরা। কেন্দ্রীয় আবাস প্রকল্পে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা ধরে ধরে ফাইল থেকে বের হয়ে জনসমক্ষে আসছে। গ্রাম রাজনীতির কী ভয়ংকর প্রভাব তা অনুব্রতকে দেখে সকলেই জেনে গেছে। সেই সপ্তরথী ঘেরা দুর্নীতির আখড়ায় সরকার সার্ভে করতে পাঠালো আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের। আসল উদ্দেশ্য হল কয়েক লক্ষ মহিলা কর্মীদের এই দুর্নীতির অংশীদার করে নেওয়া। তারা অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে দুর্বল, তাই খুব সহজেই চাকরি যাবার ভয় দেখিয়ে তাদের দিয়ে ইচ্ছা মতো সার্ভে করিয়ে নেওয়া অধিক সহজতর হবে। সব দেখেও তারা যেন কিছু না দেখে, সব শুনেও তারা যেন কিছু না শোনে। তালিকা সব ঠিক হ্যায়। প্রচার সব ঝুট হ্যায়। সত্য, ন্যায়, নিয়মনীতি সব যেন ব্যক্তিগত লাভের কাছে উবে যায়। এটাই নতুন বাংলার সংস্কৃতি যা রাজনীতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সব জেনে বুঝে গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। কিন্তু তারই মাঝে বেরা রায় বিশ্বাসদের মত কিছু কর্মী থাকেন যারা এখনও বিবেক বিসর্জন দিতে পারেননি। নতুন সংস্কৃতিকে মানিয়ে নিতে পারেননি তাই, স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে। মৃত্যু হয়তো বা লড়াই না করে পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়। তবুও বলব মৃত্যুও এক প্রতিবাদ। কীভাবে মৃত্যু, কী কারণে মৃত্যু এই সব প্রশ্নই প্রতিবাদের এক প্রকার নীরব বিরোধিতার বার্তা দেয়। রাজনীতি কি ভীষণভাবে সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছে এ তার এক অনন্য নজির হয়ে রইল।

বাংলাদেশের রয়্যাল টিউলিপ বিশ্বের সেরা বিচ সাইড লাক্সারি

আশরাফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক সেরা সেরা রিসর্টকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের ইনানী বিচে গড়ে তোলা ফাইভ স্টার হোটেল রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা-কে তিনটি ক্যাটাগরিতে পৃথিবীর সেরা বিচ সাইড লাক্সারি রিসর্ট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গ্লোবাল অর্গানাইজেশন দ্য ওয়ার্ল্ড লাক্সারি হোটেল অ্যাওয়ার্ডস।

রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসর্ট এন্ড স্পা–এর চেয়ারম্যান মিসেস লুসি আখতারি মহল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এফবিসিসিআই সহ–সভাপতি মোঃ আমিনুল হক শামীম সিআইপি এবং পরিচালক ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ ইকরামুল হক, টিটু প্রতিক্রিয়ায় জানান বিশ্বের উন্নত সেবা দিয়ে আমরা এই অর্জনটা পেয়েছি। বিশ্বের নামী–দামী রিসর্টকে পেছনে ফেলে আমাদের এই প্রাপ্তিটা সমগ্র বাংলাদেশের গর্ব। এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

পূর্বে রয়্যাল টিউলিপ হিসেবে পরিচিত দেশের সবচেয়ে বড় এই লাক্সারি রিসর্টটি সেরা বিচ সাইড লাক্সারি হোটেল অ্যাওয়ার্ডের পাশাপাশি সেরা লাক্সারি স্পা অ্যাওয়ার্ডও জিতেছে। এছাড়া সেরা জেনারেল ম্যানেজার অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন সি পার্ল বিচ রিসর্ট অ্যান্ড স্পার গ্রুপ জিএম আজিম শাহ। সি পার্ল বিচ রিসর্ট অ্যান্ড স্পার ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং প্রধান আসাদুর রহমান এতথ্য জানিয়েছেন।

সম্প্রতি তুর্কীর আনটালিয়ার সোয়ানডর হোটেলস ও রিসোর্টে অনুষ্ঠিত ২০২২ দ্য ওয়ার্ল্ড লাক্সারি হোটেল অ্যাওয়ার্ডসের গালা সিরিমনিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির সেবার মানদণ্ড ঠিক করে পৃথিবীর বিভিন্ন অভিজাত হোটেলগুলোর মধ্য থেকে সেরাদের অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকে দ্য ওয়ার্ল্ড লাক্সারি হোটেল অ্যাওয়ার্ডস। দেশের ট্রাভেল সেক্টরের জন্য এটি একটি বড় পুরস্কার। সারা পৃথিবীর সেরা সেরা রিসর্টকে পেছনে ফেলে দেশের একটি রিসর্টের তিন ক্যাটাগরিতে সেরা অ্যাওয়ার্ড জেতার ঘটনা এদেশের ট্যুরিজম সেক্টরকে অনেক দূর এগিয়ে নেবে বলে মনে করেন পর্যটন বিশেষজ্ঞরা।

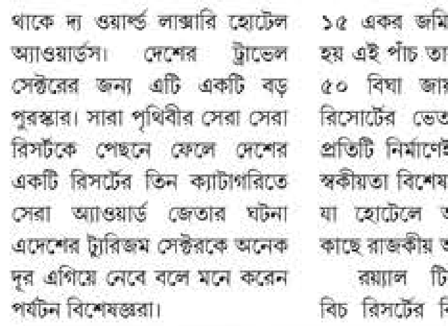

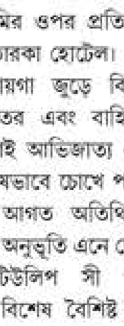

আজিম শাহ জানালেন, সি পার্লকে শুধু দেশের নয় পৃথিবীর সেরা রিসর্টে পরিণত করার জন্য কাজ করে চলেছে পুরো টিম এবং এই স্বীকৃতি পুরো টিমকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে। সেবার মান প্রতিনিয়ত বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের ভ্রমণপ্রিয় ট্রাভেলারদের সেরা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পর্যটকদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের সেবার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা : বিশ্বের সর্ববৃহ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের ইনানী বিচে গড়ে তোলা হয়েছে ফাইভ স্টার হোটেল রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসর্ট অ্যান্ড স্পা। এক পাশে সমুদ্র আর অন্য পাশে আকাশচুম্বী পাহাড় নিয়ে

পর্যটকদের স্বাগত জানাতে সর্বদা প্রস্তুত স্পেনীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত লাক্সারিয়াস এই রিসর্টটি। ২০১৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর চালু হওয়া কক্সবাজারের ইনানী বিচে ১৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই পাঁচ তারকা হোটেল। প্রায় ৫০ বিঘা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত রিসোর্টের ভেতর এবং বাহিরের প্রতিটি নির্মাণেই আভিজাত্য এবং স্বকীয়তা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, যা হোটেলে আগত অতিথিদের কাছে রাজকীয় অনুভূতি এনে দেয়।

রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসর্টের বিশেষ বৈশিষ্ট হল এই রিসর্টের নিজস্ব সমুদ্র সৈকত রয়েছে। রিসর্ট থেকে অল্প দূরত্বে রয়েছে পর্যটকদের ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ হিমছড়ি ঝর্ণা, দরিয়া নগর ও বার্মিজ মার্কেট। খোলামেলা জায়গা এবং মুক্তমঞ্চ থাকার ফলে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, গালা নাইট, ফ্যামিলি প্রোগ্রাম, ফ্যাশন শো, সভা, সমাবেশসহ যে কোন ধরনের ইভেন্ট

অনায়াসেই আয়োজন করা যায়।

রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসর্টটিতে রয়েছে ৪৯৩টি কক্ষ। যেখানে হিল ভিউ এবং সি ভিউ এই দুই রকম ভিউয়ের মিশ্রণ রয়েছে সুপেরিয়র কক্ষে। প্রিমিয়াম সি ভিউ স্যুইটে মিলবে কিচেন, ডাইনিং ও লিভিং এরিয়া। প্যানারমিক সি ভিউ

স্টুডিও স্যুইটে মিলবে কিচেন, ডাইনিং, লিভিং এরিয়া ও ব্যালকনি। দুই ধরনের ভিন্ন আয়তনের এক্সিকিউটিভ স্যুইটেও রয়েছে একই ধরনের সুবিধা। ফ্যামিলি স্যুইটে আছে সৈকতমুখী ব্যালকনি, আলাদা লিভিং স্পেস, তিনটি ওয়াশরুম, একটি

মাস্টার বেডরুম এবং একটি চিলড্রেনস রুম। এছাড়াও বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইট। বিশাল আয়তনের রাজসিক অন্দরসজ্জা ও ফার্নিচারের পাশাপাশি এখানে রয়েছে বড় একটি বারান্দা। আর নবদম্পতিদের জন্য

রয়েছে লাক্সারি হানিমুন স্যুইট, যেখানে একটি সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছুই রাখা হয়েছে আর সেই সাথে থাকছে জ্যাকুজি এবং সুইমিংপুল। এসব ছাড়াও রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসর্টের প্রতিটি রুমেই রয়েছে মিনিফ্রিজ, টি/কফি

মেকার, টিভি, পানির বোতল, শাওয়ার কিউবিকল, ২৪ ঘন্টার রুম সার্ভিস এবং ফ্রি ওয়াইফাইয়ের সুবিধা। রয়্যাল টিউলিপ সী পার্ল বিচ রিসোর্টের অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের বার, কফি শপ, সুইমিং পুল, শিশুগ্রাউন্ড, ওয়াটার পার্ক, টেনিস, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, থ্রিডি মুভি হল, বিলিয়ার্ড, ব্যায়ামাগার এবং স্পা। আর আউটডোর এ্যাকটিভিটির মধ্যে আছে প্যারাসেইলিং, স্নোরকেলিং, ডিপ সি ফিশিং এবং স্পিডবোট রাইড সুবিধা। এছাড়াও সম্মেলন ও উৎসব আয়োজনের জন্য রয়েছে ১০ হাজার বর্গফুট বিস্তৃত জায়গা, দুটি সেমিনার কক্ষ ও একটি বিশাল বলরুম।

দেশ দেশান্তরে

ঘুমন্ত মানবাধিকার রক্ষক

প্রণব গুহ

সরকারি মদতে লজ্জাজনকভাবে আক্রান্ত মহিলারা। সংবাদসূত্র অনুযায়ী, ইরানের বিভিন্ন শহরের বড় বড় হাসপাতাল থেকে নার্সিং হোমের জরুরি বিভাগে যত রোগী এসেছে তারা প্রায় সবাই নারী। আরও আশ্চর্য বিষয় হল, এই নারীরা সকলেই গুলিবিদ্ধ। উদ্বেগের কারণ হল গুলি চালিয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন অর্থাৎ সরকারি নির্দেশে সেদেশের পুলিশ।

তথ্যসূত্র অনুসারে, গত মাসখানেক আগে ইরানে হিজাব না পরার অপরাধে মাশা আমিনি নামে এক তরুণীকে বন্দী করে ইরানের পুলিশ। পুলিশের এই কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করে মাশা। কিছুদিনের মধ্যে

পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু হয় মাশা আমিনির। ইরান জুড়ে ক্ষোভ উগরে দেয় সাধারণ মানুষ। সেই বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে ইরান সহ সারা বিশ্বে।

প্রাথমিকভাবে হিজাব বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধলেও ইরান সরকারে তাদের নিজস্ব ইসলামিক ঘরানাতেই অটল থাকে। কিছুদিন বিষয়টি নিয়ে একটু পশ্চাদপদ হলেও ইরান সরকার কৌশলে আন্দোলনরত মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রবল দমনমূলক পদক্ষেপ নিতে থাকে। আন্তর্জাতিক স্তরে এ নিয়ে রীতিমতো জল্পনা শুরু হয়েছে। নারী সংগঠনগুলি এ নিয়ে সোচ্চার। এমন অমানবিক পৈশাচিক আক্রমণ সরকারি নির্দেশে কিভাবে হয় তা ভেবে আধুনিক বিশ্ব হতবাক।

ইরানে যখন হিজাব বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর প্রকাশ্যে গুলি, ফাঁসি দেওয়ার মতো দমনমূলক আক্রমণ চলছে সেই সময় আফগানিস্তানে শুরু হয়েছে আরও এক প্রতিবাদ আন্দোলন। তালিবান সরকার সেখানে মেয়েদের শিক্ষার উপর প্রতিবন্ধকতা লাগাতেই পথে নেমেছেন আফগানি মেয়েরা। জোর করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করে। মেয়েদের সমর্থনে আফগান ছাত্ররাও সামিল হয়েছে প্রতিবাদে। তারাও বিদ্যালয় বয়কট শুরু করেছে। তালিবান শাসকরা শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে পাহাড়াদার বসিয়ে দিয়েছে যাতো কোনও ভাবেই প্রতিবাদীরা প্রবেশ করতে না পারে। এও আধুনিক বিশ্বে এক অবাক করা কাণ্ড। পৃথিবী যখন মহিলাদের সমানাধিকার দিতে শুরু করেছে সেই সময় এই দুটি দেশের নারী বিরোধী ফতোয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা এখনও নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছেন একটাও প্রতিবাদ তাদের কাছ থেকে এখনও আসেনি। গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপুঞ্জ তালিবান সরকারকে ফতোয়া তুলে নেওয়ার অনুরোধ করলেও এখনও তেমন কোনও কড়া সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়নি।

উদার ও কট্টর পন্থীদের মধ্যে সংঘাত চিরকাল ছিল, আজও আছে কিন্তু মানবাধিকারের ধারক বাহক বলে যারা বুক বাজিয়ে প্রচার করে বেড়ান তাদের মৌনতা এক নতুন সংকটের সৃষ্টি করছে পৃথিবীতে। ইরান এবং আফগানিস্তান দুজনেই যেভাবে ধর্মীয় হাড়িকাঠে মানবাধিকারকে বলি দিচ্ছে তা দেখে এতোদিনে বিশ্বে আলোড়ন পড়ার কথা কিন্তু এই অর্থনৈতিক ফায়দার যুগে সবাই যে যার আখের দেখতে ব্যস্ত ফলে কোথায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই বিশ্বের দাদাদের।

শুধু বিশ্ব নয় ভারতের যারা মানবাধিকার কর্মী বলে নিজেদের প্রচার করেন তারাও সব শীতঘুমে চলে গিয়েছেন। বঙ্গের মানবাধিকার বাবুরা তো মুখে কুলুপ এঁটে মাঝে মধ্যে প্রেস ক্লাব ট্রেস ক্লাবে দু–একটা সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ দেখাতে ব্যস্ত। একসময় ইরাকে বোমা বিস্ফোরণের জন্য আমেরিকা বিরোধী আন্দোলনে পথে নেমেছিল বঙ্গবাসী। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ক্লাব আমেরিকার বিরুদ্ধে পথে নামে। কিন্তু এবার ইরানের মেয়েদের উপর এই নারকীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালী হঠাৎ কেমন নেতিয়ে পড়েছে। আফগানী মেয়েদের অবস্থা দেখেও তাদের বুক কাঁপছে না। আসলে এই সব তথাকথিত প্রগতিশীল প্রতিবাদীদের প্রতিবাদের একটা কৌশল আছে। অনেকটা সুকুমার রায়ের মতো সেই নখ দাঁত হীন জ্যান্ত সাপের মতো। তেমন সাপ পেলে এরা লাঠি সোটা নিয়ে তেড়ে যান কিন্তু যে সাপ ছোবল মারতে পারে তার ধার পাশেও এরা মাড়ান না। ফলে ইরান বা আফগানিস্তানের মেয়েদের অবস্থা যে সহজে পাল্টাবার নয় তা বুঝতে বেশি সময় লাগে না।

পাঠকের কলমে

দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য হোক

মাননীয় সম্পাদক

আমি বেহালাবাসী প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে ডায়মন্ড হারবার রোডের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের স্থাপত্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য করা হয়েছে। সেগুলির শিল্প সৌন্দর্য নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলবেন। কিন্তু বেহালা ১৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের মোড়ে একটি স্থাপত্য মা ও শিশুপুত্রের যেটি আদৌ দৃষ্টিনন্দন নয় এবং অশালীন। সরকারের কাছে অনুরোধ ঐ স্থাপত্যটি সরিয়ে কোন মহাপুরুষের মূর্তি বা উন্নত চেতনার কোনও স্থাপত্য স্থাপন করা হাক।

তপতী চক্রবর্তী, বেহালা।

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ফলতায় আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফলতার আঞ্চলিক ইতিহাস অন্বেষণে ২৪ ডিসেম্বর ফলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। ফলতা থানা এলাকার জনজীবন, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পৌরোহিত্য করেন সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। ফলতার প্রাচীন জলপথ বাণিজ্য ও মজে যাওয়া নদীর উল্লেখ করেন তরুণ ক্ষেত্রসমীক্ষক মনীশ চক্রবর্তী। ফলতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেন সঞ্জয় গায়েন। তিনি বলেন, ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এলাকার প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা দেশ আমার মাটি আমার। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ফলতায় সাহিত্যচর্চার ব্যাপ্তি ঘটে। পরে এগিয়ে আসে 'পল্লীর সুর'। ফলতার সাহিত্যচর্চা ও লেখকদের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'গরম খবর' পত্রিকার সম্পাদক সেকেন্দার আলি সেখ ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণাও করেন। তিনি জানান যে, তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় শিবানীপুর থেকে প্রকাশিত স্রোত পত্রিকায়। প্রাক্তন শিক্ষক ও বরিষ্ঠ নাগরিক গোকুলচন্দ্র মল্লিক ফলতা শ্যামসুন্দরপুরের মেলা পার্বণের কথা এবং সাংবাদিক মনোজ দেব সরকার স্থানীয় বরেণ্য ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণা করেন। সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপন কান্তি মন্ডল স্বাধীনতা আন্দোলনে ফলতার অবদান প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রভৃতিতে অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। অশ্বিনী দেব সরকার, কালিপদ মন্ডল, গগনচন্দ্র জানা প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে শিবানীপুর এবং চালুয়াড়ি গোবিন্দ আশ্রমের অগ্রণী ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষারত্ন তিলক নস্কর, নিশিকান্ত সামন্ত, সুব্রত মন্ডল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নীলরতন মন্ডল প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। দেবাশিস হালদার, বক্রেশ্বর মণ্ডল, শক্তি পুরকাইত, অনির্বাণ মণ্ডল দত্তা রায়, মানস চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ জানা প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন কৃত্তিকা মন্ডল।

নিমপীঠে চাষের কাজে ড্রোনের ব্যবহার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কৃষি কাজে উন্নত ব্যবস্থায় ও খুব কম সময়ে চাষের কাজে কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার বাড়াতে পরীক্ষা মূলক ভাবে ড্রোনের ব্যবহার করা হলো জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের সহায়তায় এই রাজ্যের ৫ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই ড্রোনের ব্যবহার করা হবে। আর এই জেলার নরেন্দ্রপুর ও নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এই ড্রোনের পরীক্ষা মূলক ব্যবহার করলো।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের সহায়তায় জয়নগর ২নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে ড্রোনের মাধ্যমে চাষের জমিতে কীটনাশক

ব্যবহারের ট্রায়াল রান হয়ে গেল, এদিন নিমপীঠে এই ড্রোনের ট্রায়াল রানের কাজ দেখতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল। এদিন এই কাজ কিভাবে হবে তা হাতে কলমে দেখান চেন্নাই থেকে আগত বিশেষজ্ঞরা। এদিন এই ব্যবস্থা দেখে রীতিমতো খুশি জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। তিনি এদিন বলেন, নিমপীঠ এই কাজে সুদক্ষ তার প্রমান আগেই পাওয়া গেছে এখন এই ড্রোন দিয়ে কৃষিতে বিপ্লব ঘটাবে এরা। নিমপীঠ কেবিকের প্রধান ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল এই ড্রোন কৃষিতে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা তুলে ধরেন।

দাঁইহাটে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের পাতাইহাটে সেবা সংঘের বাৎসরিক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। ২৬ ডিসেম্বর আয়োজিত এই শিবিরে দুই মহিলা সহ ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের হেমরাজ ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় এই শিবিরে রক্ত সংগৃহীত হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে যাবতীয় আয়োজন খতিয়ে দেখেন কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা ডাঃ বাণীব্রত আচার্য। সেবা সংঘের এই মহতী উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এলাকার অনেকেই

রক্তদান করতে এগিয়ে আসায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে। সেবা সংঘের সভাপতি পরেশচন্দ্র ঘোষ বলেন, ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই রক্তদান শিবির সফল হয়েছে। একইভাবে সকলের সহযোগিতায় ৩১ ডিসেম্বর ক্লাবের উদ্যোগে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানও সফল হবে আশা করছি। রক্তদান ছাড়াও এদিন অংকন প্রতিযোগিতা, শীতবস্ত্র বিতরণ, গুণীজন সংবর্ধনা, নৃত্য, পুতুল নাটক, আতশবাজি প্রদর্শন সহ বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জেলার উদয়নায়ন পুর থানার অন্তর্গত দেবীপুর অঞ্চলের ঐতিহ্যময় মেলা রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি পর্যটন কেন্দ্রে প্রতিদিন এই মেলা ঘিরে ভিড় জমাচ্ছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ। এক কথায় বর্ষ শেষের এই মেলা সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মেলার উদ্বোধন করেন হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা ও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই মেলা ঘিরে থাকছে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি নাটক বসে আঁকো ও আলপনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া থাকছে বাউল গান, যাত্রাপালা, পুতুল নাচ, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ নামী দামি শিল্পীদের

নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান। ১০ম বর্ষের এই মেলার এবারের থিম বাংলার মুখ। অনুষ্ঠানের পরিচালন মণ্ডলি ও প্রশাসনের সকলের সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল নজরকাড়া। মেলায় বিভিন্ন খাবারের স্টল ছাড়াও ছিল মনোহারি দোকান ইলেকট্রিক দোলনা, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। হস্ত শিল্প ও কৃষি সহ বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই মেলা ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে রায়বাঘিনী স্মৃতি রক্ষা কমিটি। এই মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

পূর্ব বর্ধমানে সবলা মেলা

দেবাশিস রায় : জনমানসে একরাশ প্রত্যাশা জাগিয়ে ২৮ ডিসেম্বর বুধবার থেকে শুরু হল পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলা-২০২৩'।স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর, পূর্ব বর্ধমান ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং কাটোয়া মহকুমা শাসকের দপ্তর ও কাটোয়া পুরসভার সহযোগিতায় সপ্তাহ ব্যাপী জেলা সবলা মেলার আয়োজন করা হয়েছে কাটোয়া কাশীরাম দাশ বিদ্যায়তন ময়দানে।

এই মেলা চলবে ৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার পর্যন্ত।এদিন বিকেলে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ ও একটি জমজমাট অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই মেলার উদ্বোধন হয়।সূচনাপর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি ও কারিগরী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তশিল্পীরা নানাবিধ সামগ্রীর সম্ভারে সাজিয়ে তুলেছেন অসংখ্য স্টল।রয়েছে নানাবিধ মুখরোচক খাবারের একাধিক স্টল।বেত, বাঁশ, কাঠ, ডোকরা প্রভৃতির তৈরি চোখধাঁধানো হস্তশিল্প সামগ্রীর পাশাপাশি কাঁথাস্টিচের নয়নাভিরাম স্টলগুলিতে প্রথমদিন থেকেই উৎসাহীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রত্যহ বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত জনমানসে এই মেলার আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য জমজমাট নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা সবলা মেলার প্রথম সন্ধ্যায় গান গেয়ে সকলের মন জয় করে নেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং মেলার শেষ সন্ধ্যায় নানান সুরেলা গানের ডালি নিয়ে হাজির থাকবেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী তথা রাজ্যের

রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা, জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক শামস্ তিবরেজ আনসারি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া ও সহ সভাধিপতি দেবু টুডু, জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, কাটোয়া মহকুমা শাসক অর্চনা পান্ধারিনাথ ওয়াংখেড়ে, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের একঝাঁক জনপ্রতিনিধি।এবারের মেলায় জেলার ২৩টি ব্লক এবং ৬টি পুরসভার পক্ষ থেকে এই মেলায় স্টল রয়েছে।এরই পর্যটন মন্ত্রী সুপ্রিয় বড়াল ওরফে বাবুল সুপ্রিয়। মেলা চত্বর সহ শহরের নিরাপত্তার দিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে পুলিশ-প্রশাসন সাত শতাধিক সিসিটিভির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাচ্ছে। গতবছরও কাটোয়ায় জেলা সবলা মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেবার মোট ছ'দিনের মেলায় প্রায় ২৪ লক্ষ টাকার শিল্পসামগ্রী বিক্রি হয়েছিল বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এবারে জেলা সবলা মেলায় গতবারের বিক্রিকে হার মানিয়ে নতুন কোন রেকর্ড তৈরি হয় কিনা সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন উদ্যোক্তারা।

সাগর কাউকে গ্রাস করে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত প্রায় ১৪ বছর আগে পূণ্য অর্জনের জন্য সুদূর বিহারের ভাগলপুরের লগমা থানার অন্তর্গত ব্রহ্মচারী গ্রাম থেকে গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন মুকেশ যাদব। সাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যায় সে। অনেক চেষ্টা করেও আর সঙ্গীসাথীদের খুঁজে পায়নি মুকেশ। মুকেশকেও খুঁজে পায়নি সঙ্গীসাথীরা। অসংখ্য বার গঙ্গাসাগরে এসেছে যোগেশ যাদবের আত্মীয়রা।

স্থানীয় সহৃদয় যুবক দীপঙ্কর জানা তাকে নিয়ে এসে বাড়িতে রেখে এবং স্থানীয় থানাকে ঘটনার কথা জানান। কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে একদল কুকুরপ্রেমী যুবক নামখানার বকখালিতে বেড়াতে এসেছিলেন। এরপর তার বাড়ির ঠিকানার হদিশ পেতে কুকুরপ্রেমী যুবকরা স্থানীয় নামখানার সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীক শান্তনু সিংহ ঠাকুরের গোচরে আনেন ঘটনাটি। নামখানার সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারীক হ্যাম

রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। সাগর মেলা শুরুর প্রাক্কালে হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সদস্যরা হারিয়ে যাওয়া যুবকের পরিবারের লোকজনের হদিশ পায়। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে হারানো ভাইয়ের খোঁজ পেয়ে শনিবার সন্ধ্যায় বিহারের ব্রহ্মচারী গ্রাম থেকে নামখানায় পৌঁছায় মুকেশের দাদা যোগেশ যাদব।দাদার হাতে হারিয়ে যাওয়া ভাইকে তুলেদেয় হ্যাম রেডিও ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। দাদা ও ভাইয়ের মিলন মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) ইন্দ্রবদন ঝা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সন্তোষ মণ্ডল,সাগরের এসডিপিও দীপাঞ্জন চ্যাটার্জী, কাকদ্বীপের এসডিপিও প্রসেনজিত ব্যানার্জী, হ্যামরেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সদস্য দিবস মন্ডল সহ অন্যান্যরা। রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস জানিয়েছেন প্রবাদে রয়েছে সাগর কোন দিনও কারোর দেওয়া কিছু গ্রাস করে না। ফলে গঙ্গাদেবী ও কপিল মুনির অশেষ কৃপায় সাগরে বুকে হারিয়ে যাওয়া যুবক কে ফেরত দিয়েছে। হ্যাম রেডিও ও পুলিশ প্রশাসন উপলক্ষ্য মাত্র।

সাইকেল সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী এই গানের প্রতিটি কথাই কার্যত অক্ষরে অক্ষরে মেনে প্রতি মুহূর্তের ক্লান্তি ভুলে থাকেন সত্তরোর্ধ একনিষ্ঠ 'নিঃস্বার্থ' কংগ্রেস কর্মী প্রভাত দাস। এমনকি তাঁর মোবাইল ফোনের কলার টিউনেও তিনি এই গানটিই সেট করে নিয়েছেন যাতে আরও অনেক মানুষ একলা পথে চলতে অনুপ্রাণিত হয়। যেমনভাবে সুদীর্ঘ পথে সাইকেল সফরের ক্লান্তি ভুলে থাকতে কবিগুরুর গানেই অনুপ্রেরণা লাভ করেন তিনি। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ১ নং ব্লকের আটঘরিয়া-সিমলন গ্রাম পঞ্চায়েতের অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের সর্বক্ষণের কংগ্রেস কর্মী প্রভাত দাস রাহুল গান্ধীর সূচনায় 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ইতিমধ্যেই সাগর থেকে পাহাড় সাইকেল সফর শুরু করেছেন। তাঁর এই মোট ৮০০ কিমি পথে দলীয় কর্মসূচিতে সর্বক্ষণের সঙ্গী সাইকেল। ২৮ ডিসেম্বর বুধবার সকালে সাগরে স্নানের পর কপিলমুনি মন্দিরে প্রার্থনা শেষে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি সহ দলীয় কর্মীদের সঙ্গেই তাঁর সাইকেল সফর শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাকদ্বীপের গঙ্গাধরপুরে থাকাকালীন এই অকৃতদার কংগ্রেস কর্মী আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে বলেন, আমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে অনুপ্রেরণা

পাই। যখন একলাপথে চলি তখন কবিগুরুর গানকেই আঁকড়ে ধরে ক্লান্তি ভুলে এগিয়ে যাই। এমন একজন প্রবীণ কর্মীকে দলের সম্পদ বলে গর্ব বোধ করেছেন কালনা বিধানসভা কংগ্রেসের প্রচার কমিটির শীর্ষ নেতা তথা দলের এআইসিসি সদস্য সুশান্ত কুমার গায়েন। তিনি বলেন, প্রভাত দাসের মতো একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ নিঃসন্দেহে জীবনটাকে ব্যক্তিগত চাওয়াপাওয়ার খাতে বইয়ে দিয়ে আয়েশে কাটিয়ে দিতেই পারতেন। কিন্তু, তিনি অসংখ্য প্রতিকূলতা, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও মনেপ্রাণে কংগ্রেসের আদর্শ মেনেই নিঃস্বার্থভাবে দলের সেবাকার্যে যুক্ত থেকে নজির সৃষ্টি করেছেন। তিনি কৃষকদের নানাবিধ দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে লাগাতার লড়াই করে চলেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আমার মতো দলীয় কর্মীদের কাছে প্রভাত দাসের মতো একনিষ্ঠ মানুষকে নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে, এটুকু বলতে পারি তাঁর মতো মানুষকে দেখে যাবতীয় হতাশাকে দূরে ঠেলে রেখে কংগ্রেস কর্মীরা আজও আশায় বুক বাঁধতে পারে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো যাত্রা' শুরু হয়েছে। দেশজুড়ে এই কর্মসূচিতে ২৮ ডিসেম্বর থেকে শামিল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও। এরাজ্যে মোট ২৭ দিনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলার মোট ৮০০ কিমি রাস্তা এই কর্মসূচিতে অতিক্রম করবে। ২১ জানুয়ারি-২৩ জানুয়ারি দার্জিলিং তথা পাহাড়ে আয়োজিত দলীয় কর্মসূচিতে সর্বভারতীয় কংগেস নেতা রাহুল গান্ধী যোগদান করবেন। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী প্রভাত দাস বলেন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত। পরবর্তীতে আমার এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিকুমার সরকারের দেশের প্রতি ত্যাগ আমাকে কংগ্রেসে যোগদানে আকৃষ্ট করে।ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম শান্তিকুমার সরকার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের বাড়িতেই কয়েকদিন আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর আচার আচরণ এবং তেজদীপ্ত কার্যকলাপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি জাতপাতের বিভেদ মানতেন না। সকলের সঙ্গে সহজেই মিশতে পারতেন। তাঁকেই অনুসরণ করে আসছি। আমি অল ইন্ডিয়া কাল্টিভেশন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কৃষকদের স্বার্থে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস কখনও বিভেদের রাজনীতি করেনি। মানুষ বিভেদের রাজনীতি কখনও মেনে নেবে না।আমি আশাবাদী, এই ভারত জোড়ো যাত্রায় কংগ্রেস সফল হবে। আদর্শ কখনও বিফলে যাবে না।তাইতো মানুষের একেবারে কাছে গিয়ে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করতে সাইকেলকেই বেছে নিয়েছি। মানুষও আমায় দেখে সহজেই আপন করে কাছে টেনে নিয়ে মনের

রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ সকালে সেন্টার সিঁথি 'জুনিয়ার প্রাইমারি স্কুলে সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের উদ্যোগে বিপ্লব মুখার্জীর (সন্তু) স্মরণে ৩৮তম বর্ষ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। সুষ্ঠ পরিচালনায় ছিলেন সম্পাদক সাধন ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত পাল, পার্থ বসু অধিকারী, রসিকেন্দ্র সরকার ও দেবপ্রসাদ দাস। মোট চল্লিশজন রক্তদাতা শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। কর্মকর্তাদের জনসেবামূলক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, বিধায়ক অতীন ঘোষ, পুরমাতা ডাঃ কাকলি সেন, বরো চেয়ারম্যান তরুণ সাহা, সিঁথি থানার অ্যাডিশনাল ওসি মনীষ মজুমদার, ডা. কল্যাণ ব্যানার্জী, ডা সুব্রত সেনগুপ্ত, ডাঃ অমিতাভ বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলেন অশোক পাঠক, দেবজ্যোতি ও অভিজিৎ মুখার্জী, চঞ্চল ভট্টাচার্য, প্রবীর ভাই, সৌমিক রায়, রতন ব্যানার্জী, তারাচাঁদ সাউ।

চোলাই

প্রথম পাতার পর

আবগারি দফতর সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় হুগলি নদীতে আবগারী দফতর স্থানীয় পুলিশ নিয়ে বেশ কয়েকবার অভিযান করে চোলাই বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রতিবেদকের কথা শুনে আবগারী দফতরের এক আধিকারিক জানান, আমরা এ ব্যাপারে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেবো। এই প্রসঙ্গে বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, আমার কাছে এই রকম কোনও খবর নেই। যদি বিষয়টি সত্য হয় নিশ্চয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।

দক্ষিণেশ্বরে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

বহু কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরের নতুন রূপের মধ্যে ব্যবসায়িক মানসিকতা প্রবল প্রকাশ অনেক ভক্তের কথাতে ফুটে ওঠে। স্কাইওয়াকের পাশেই রয়েছে গাড়ি পার্কিং গ্রাউন্ড। কলকাতা পুরসভার পার্কিং চার্জ এখানে খাটে না। চার চাকা গাড়ির জন্য প্রতিঘন্টায় ২০ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা নেওয়া হয়। পার্কিং জোনে অর্থ নেওয়ার জায়গা অনেকটাই দূরে যেখানে যেতেই কয়েক মিনিট চলে যাবে। অথচ এক মিনিট অতিক্রান্ত হলেই পুরো এক ঘন্টার অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এমন অব্যবস্থা দেখে বহু ভক্তই বিব্রত ও অসন্তুষ্ট। এমনকি শৌচাগার গুলি ব্যবহরের জন্য ভক্তদের থেকে অনেক বেশি পয়সা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

SatyaNarayan Putul Natya Sanstha
presents
7th Puppet theatre festival 2022-23

Time- Everyday 4pm-9pm
6th-8th January 2023 on
Dakshin Padua
Nanipramila K.G school
math.
IN COLLABORATION WITH MINISTRY OF CULTURE (NEW DELHI) & DAKSHIN PODUYA AGNIBINA SANGHA

Office of the North Bawali Gram Panchayat

E– TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E– Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **534/NBGP/BEUP/2022–23, Dated: 12/10/2022** at different place within North Bawali GP under Budge Budge–II Dev. Block, South 24 Parganas, WB. Last date for the online receipt of Tender is : **06/01/2023 at 6 PM.** Detail will be available at the website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/–
Prodhan
North Bawali Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয়া মৎস্য অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর প্রেরিত আদেশনামা (পত্র স্মারকসংখ্যা MW1242/MW–11Part–II, dt.02.09,2022) অনুযায়ী, এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, যে সমস্ত ফিসিং বোটগুলির (804 নম্বর) বিগত 4 বছর বা তার অধিককাল যাবৎ কোন e–licence নবীকরণ করা হয়নি, সেগুলির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

স্বাঃ–
সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক)
ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 11, 31 December, 2022- 6 January, 2023

মহানগরে

জল সরবরাহ বৃদ্ধিতে 'ট্রাসেল ব্রিজ'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় আরও বেশি পরিমাণে জল সরবরাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজের গায়ে 'ট্রাসেল ব্রিজ' তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ব্যারাকপুরের পলতা পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প

থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে উত্তর কলকাতার টালা জলাধারে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সেই পরিশ্রুত জল কলকাতায় সরবরাহ করা হয়। নির্মীয়মাণ 'ট্রাসেল ব্রিজে'র ওপর দিয়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে টালা থেকে অতিরিক্ত ২০ মিলিয়ন গ্যালন জল কলকাতা শহরে দৈনিক সরবরাহ করা হবে বলে জানিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। বর্তমানে টালা জলাধার থেকে দৈনিক ২৬২ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়।

সঞ্চয় বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দূর ভবিষ্যতে টিকে থাকার জন্য সঞ্চয়ের পরিমাপ এক আলাদা বিষয় তাই ছোট থেকেই সঞ্চয়ে উৎসাহ

দেওয়ার জন্য লক্ষ্মীর ঘট বা পিগি ব্যাঙ্কের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় অভিভাবকরা। অল্প অল্প সঞ্চয়ই এক বৃহৎ কর্মকাণ্ডের নিদর্শন রাখে এমন উদাহরণও রয়েছে বিশ্বব্যাপী। তাই এই বিষয় নিয়ে ওয়াকিবহাল করবার জন্য নানান কর্মশালার আয়োজন করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তেমনই মহেন্দ্র ফাইনান্সের সামাজিক কর্মসূচির সহায়তায় নিট ফাউন্ডেশন এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল কয়েকদিন ধরে। এই কর্মশালায় তারা পাশে পেয়েছিল আজাদ ফাউন্ডেশন নামে আর এক সংস্থাকে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘরের মহিলারা। এছাড়াও অংশগ্রহণে ছিল এমন কিছু মহিলা যারা নিজেরা উপার্জন করছে। তাদেরকে মূলত কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে সঞ্চয় করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয় বিস্তর। অনবদ্যভাবে এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কিছু মহিলারা যারা নিজেরা গাড়ি চালানো শিখে এখন বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাবে স্টিয়ারিং হাতে তুলে নিয়েছে। সত্যি তাদের দেখে গর্ব হয়। এই কর্মশালার শেষে ২৭ ডিসেম্বর সূর্য সেন মঞ্চে শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সকল অংশগ্রহণকারীরা উপস্থিত ছিলেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শংসাপত্র প্রদান এবং বক্তব্য রাখেন নিট ফাউন্ডেশনের শৈলেশ কুমার সহ প্রবুদ্ধ কুন্ডু ও মহিন্দ্রা ফাইন্যান্সের রাজ্যের মুখ্য সুশ্রুতি চ্যাটার্জী এবং মহিন্দ্রা ফাইন্যান্সের ডিভিশনাল মার্কেটিং ম্যানেজার অনিমেষ মুখার্জী। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মহিলরা জানান, তারা এমন কর্মশালা পেয়ে খুবই উৎসাহিত ভবিষ্যতে তারা তাদের পরিচিতদেরকেও এমনভাবে উৎসাহিত করবে।

তিন কাঠার নিচে ইওডিবি করতেই হবে

বরুণ মণ্ডল : তিনকাঠা বা তার কম জমি থাকলে কাগজপত্র ইওডিবি (ইজি অফ ডুইং বিজনেস)তে জমা দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে শুরু করে দিন। ভিত (প্লিন্থ) পর্যন্ত নির্মাণ কাজ হয়ে গেলে পৌরসংস্থা এসে একবার যাচাই করে নেবে। ছোটো জমির মালিকদের জন্য এমনই নিয়ম নিয়ে এলো কলকাতা পৌরসংস্থা। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দফতরের মেয়র পারিষদ তথা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, তিন কাঠা জায়গায় বাড়ি তৈরিতে ইওডিবি (ইজি অফ ডুইং বিজনেস) তে প্ল্যান জমা দিয়ে দিলে, যাদের ছোটও ছোটও জমি এক কাঠা বা দু'কাঠা বা তিন কাঠা পর্যন্ত জমিতে নিজের একটা ছোটও বাড়ি করবেন। সে কষ্ট করে টাকাপয়সা জমিয়ে ছোটও একটা বাড়ি করতে প্ল্যানটা ইওডিবি'তে জমা করলে, কলকাতা পৌরসংস্থা প্ল্যান পাসের কাজটা করতে থাকবে। আর বাড়ির মালিকও বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করে দিন। বাড়িটার প্লিন্থ পর্যন্ত হয়ে গেলে কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং

দফতরের ইন্সপেক্টরটা কেবল দেখবে জমা পরা প্ল্যান অনুযায়ী বাড়িটা তৈরি হচ্ছে কী না। কারণ কলকাতা পৌরসংস্থায় যে প্ল্যান জমা পড়ে তার দায়দায়িত্ব থাকে সরকারি রেজিস্ট্রেশনওয়ালা এলবিএসদের (লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ার - গৃহনির্মাণ নকশাকারক)। তিনিই এই বাড়ির নির্মাণ বিষয়ে দায়িত্ব নেয়। যে আইনানুযায়ী এই বাড়িটি হচ্ছে। প্ল্যান স্যাংসনের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। কারণ কেএমডিএ - এর অনুমোদন আসতে ১০ থেকে ১৫ দিন দেরি হয়।

কিন্তু এখানেও একটা অসুবিধা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু এলবিএস - রা ইওডিবি পদ্ধতিতে যেতে চাইছে না। তারা তাদের ক্লায়েন্টদের ইওডিবি - তে পাঠাতে চাইছে না। তারা পুরনো প্রসিডিওরে বাড়ি নির্মাণের প্ল্যান জমা দিতে চাইছে। তাতে প্ল্যান জমা হয়ে অনুমোদন হতে সময় লাগে। অ্যাসেসমেন্ট ক্লিয়ারেন্স আসেনি। ইত্যাদি বিষয়ে সময় লাগে। আর অনলাইনে প্ল্যান জমা পড়লে আমরাও অনলাইনে বিভিন্ন জায়গায় অনুমোদনের জন্য অনলাইনেই পাঠিয়ে দিই। কেএমডিএ, অ্যাসেসমেন্ট ও ফায়ার ব্রিগেডে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু অনলাইনে না হলে প্রতিটি কাগজ এই কাগজটা আসেনি, ওই কাগজটা আসেনি, দু'চারজন অসাধুও আছে। অন্য জায়গায় যেমন আছে। ফ্রায়ার ব্রিগেডের অনুমোদন জন্য টাকা, বিভিন্ন টাকাপয়সা চাইবে। এই একটা চক্র আছে।

সেইজন্যই মহানাগরিক বলেন, মহানাগরিক হিসাবে ভাবছি, এখন দেখছি, এই বদমায়েশিটা প্রচন্ড বেড়ে যাচ্ছে। তখন আমি গৃহ নির্মাণ প্ল্যানটা ইওডিবি - তে জমা দেওয়াটাকে কমপালসরি দেওয়ার বিষয়ে ভাবছি। কারণ ওখানে জমা পড়লে তবে কাজটা শুরু করা যাবে। কারণ প্ল্যান পদ্ধতিতে মানুষের হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে। কিন্তু কিছু প্ল্যানে সমস্যা আছে। কম্পিউটারে দিয়ে দিলে কম্পিউটার তাদের মত করে নেবে। একটু ১৯ - ২০ হলে আবার নেবে না। এটার বিষয়ে আমার কলকাতা পৌরসংস্থার প্ল্যান সিস্টেম দেখে নিতে হবে। দেখে নেওয়ার কাজ চলছে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বর্ষপূর্তিতে মেয়রের রিপোর্ট কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী কলকাতা পৌরসংস্থার অষ্টম পৌর বোর্ড ২০২১ - এর ২৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পৌরভবনের লনে শপথ নিয়ে ছিল। তার একবছর পূর্তিতে ২৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পৌরভবনেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমি গতবছরের এই দিনে কলকাতাবাসীর কাছে আগামী এক বছরে আমার মহানাগরিকের কাজের খতিয়ান প্রতি বছর শেষে তুলে ধরবো বলে জানিয়ে ছিলাম। আগামী এক বছরে কী করলাম আর কী কাজ করতে পারলাম না। তা জানাবো বলেছিলাম। এদিন সেই মতো খতিয়ান দিতে গিয়ে জানান, গত এক বছরে কলকাতার সবুজায়নে বিভিন্ন জায়গায় ৫০,২০০টি খর্বাকৃতি গাছ লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে ১০,২০০টি গাছ রাস্তায় দু'ধারে লাগানো হয়েছে। ১২টি ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার কলকাতার বিভিন্ন উদ্যানে ইতিমধ্যে কাজ করছে।

কাজের পাশাপাশি কলকাতাবাসীর সমস্যার সমাধানে গত একবছরে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ৬৪৬টি অভিযোগ এসেছে। তার মধ্যে ৮০ শতাংশ সমস্যার সমাধান হয়েছে। অন্যদিকে, মহানাগরিক ৯৮৩০০ ৩৭৪৯৩ এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ২,৪৫৬টি অভিযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে ৭০ শতাংশের সমাধান হয়েছে।

মহানগরের নিকাশি জলের সমস্যা সমাধানে ৭৯টি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। এর মধ্যে গত একবছরে নির্মিত হয়েছে কবিতীর্থ, গল্ফগ্রিণ, বডিগার্ড, কুঁদঘাট ও বেহালা পশ্চিমের শকুন্তলা পার্ক পাম্পিং স্টেশন।

এ মুহূর্তে কলকাতা মহানগরে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহে ৬৬টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। এরই সঙ্গে চলতি বছরে তিনটি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্তরঞ্জন কলোনিতে, ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তারামণি পার্কে এবং ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রিণ পার্কে। এর সঙ্গে কলকাতায় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পানীয়জলের চাহিদা মেটাতে গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কসে দৈনিক ২৫ মিলিয়ন ক্ষমতার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজ চলছে। সঙ্গে ৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতার সেমি-আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার ও পাম্পিং স্টেশনেরও নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও ধাপার জয়হিন্দ জল প্রকল্পে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন পানীয়জল উৎপাদন কাজ চলছে। এবং গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের কাছে দৈনিক ১০ মিলিয়ন গ্যালন পানীয়জল উৎপাদন প্রকল্প তৈরি করা হবে। এই মুহূর্তে কলকাতায় কলকাতা পৌরসংস্থার ৭৩টি কমিউনিটি হল আছে। আরও ৭১টি কমিউনিটি হলের নির্মাণ কাজ চলছে।

এছাড়াও কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর একবালপুরস্থিত ১০০ বেডের খিদিরপুর হাসপাতাল তৈরি করছে। আশা করা যাচ্ছে, জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে সেটির দ্বারোদঘাটন হবে।

এছাড়াও যে ন'টি কাজ প্রসেসে রয়েছে। সেগুলি হল, স্যাফের সরলীকরণ, ঠিকা টেনেন্সি, বকেয়া ট্যাক্স আদায়, প্ল্যান অনুমোদনে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম, উৎপাদন কেন্দ্রেই জঞ্জাল পৃথকীকরণ, শহরের জলাশয় সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ, সমস্ত আন-অ্যাসেসমেন্ট প্লটের অ্যাসেসমেন্ট করা, অ্যাড ফ্রি জোন তৈরি এবং কলকাতার হোর্ডিং নীতি তৈরি করা।

এছাড়াও দু'টি কাজ এখনও করা হয়ে উঠেনি। কলকাতার কোন্ রাস্তায় কত হোর্ডিং থাকবে, তা নিয়ে হোর্ডিং নীতি তৈরি করে উঠা যায়নি। একটা রাস্তায় ক'টি হোর্ডিং থাকবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। এছাড়াও ৭৫ মাইক্রোনের কম পুরু একবার ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগের রমরমা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তা-ই জরিমানা আদায়ে কড়া হতে হবে। কলকাতায় উড়ন্ত অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা প্রতিরোধে দু'টি মিস্ট ক্যানন দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে। বাড়ির লনে আর্বান ফরেস্ট্রি করলে ওই জায়গায় ১০ শতাংশ সম্পত্তি কর মকুব করা হবে। ওয়াটার বডিতেও কর ১০ শতাংশ মকুব করা হবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্র মিলিয়ে এক হাজার কোটি টাকা দেনা রয়েছে।

লেন্স বার্তা

আদি গঙ্গায় শুরু হলো আবর্জনা তোলার কাজ। তবে জানা গিয়েছে মাত্র কয়েক মিটার হবে এই কাজ, তবে স্থানীয়দের দাবি নমামি গঙ্গে প্রকল্পে জোড়া হোক আদিগঙ্গাকে।

তেলেভাজা র বাজারে চলমান গাছ বিক্রেতা।

চলছে গাছে জল দেওয়া ছবিতে ডকুমেন্ট শেয়ার করে রাখছে ড্রাইভার। ডিজিটাল কলকাতা।

কলকাতাময় সঙ্গীত সন্ধ্যা, গানে ভাসছে কলকাতা বাসী।

বছর শেষের আলোয় মোড়া, কল্লোলিনী। ছবি : অভিজিৎ কর।

এখানে ওখানে

যুব সম্মেলন

শ্রীঅরবিন্দের সার্ধশততম জন্মদিবস উপলক্ষে চন্দননগরের বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর রবিবার মানকুণ্ডু বিবেকানন্দ উইসডম মিশন স্কুলে যুব সম্মেলনের আয়োজন হয়। হুগলি জেলার ২৪টি স্কুলের প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী জীবন, ছাত্র ও শিক্ষকতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, গৌতম ব্যানার্জী ও বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সংস্থার সভাপতি অরিন্দম সিংহরায়, কোষাধ্যক্ষ সুশান্ত ঘোষ, অন্যতম সম্পাদক ও আহ্বায়ক সঞ্জয় কুমার ভট্টাচার্য, সদস্যা রতি চক্রবর্তী।

তথ্য : মলয় সুর

মায়ের জন্মতিথি

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ সন্ধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে জগন্মাতা মা সারদাদেবীর ১৭০তম বর্ষশুভ জন্মতিথিমহোৎসব সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। সারদা মায়ের মহান ঐতিহাসিক জীবনী ও মানুষের প্রতি অপার স্নেহ বর্ষণ সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন সুবক্তা পংকজ ব্যানার্জী। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী, স্বামী নিত্য মুক্তানন্দজী এবং স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমল ব্যানার্জী। উক্ত দিনে ভোরবেলা মঙ্গলারতি, সানাই বাদন, ভজন, হোম, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, বেদপাঠ, স্তবগান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। শেষে অসংখ্য ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ।

প্রতিবেদক : হীরালাল চন্দ্র

আন্তর্জাতিক মুদ্রা উৎসব

উজ্জ্বল সরদার : মুদ্রা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য কলকাতায় গঠিত হয়েছিল কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ। বছরের বিভিন্ন সময়ে মুদ্রা সংক্রান্ত প্রদর্শনী, কর্মশালা, আলোচনাচক্রের আয়োজন করে এই সংগঠন। ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চায় এই সংগঠনের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর কলকাতা শহরে তাদের বার্ষিক প্রদর্শনী ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২০২২ সালে কলিকাতা মুদ্রা পরিষদের ২৪তম বার্ষিক মুদ্রা উৎসবের আয়োজন হয়ে গেলো বালিগঞ্জের হলদিরাম ব্যাঙ্কোয়েট হলে। এবারের এই উৎসবে ভারতবর্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের মুদ্রা প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠিত হল। কলিকাতা মুদ্রা পরিষদের সাথে যৌথ ভাবে নেপাল নিউমিসমেটিক্স সোসাইটি এবারে এই উৎসবে যোগদান করে। মুদ্রা উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল মুদ্রা প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে দেখা গেলো নেপালের শাসক রাজবংশ ত্রিভুবন, মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্রর সময়কালের প্রচলিত মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট প্রভৃতি। ষষ্ঠ খ্রিস্ট পূর্ব সময়কালে মগধের শাসক বিম্বিসারের সাথে নেপালের লিচ্ছবি গণরাজ্যের প্রধান চেতকের রাজকন্যা চেল্লনার সাথে বিবাহ হয়, সেই সমসাময়িক মুদ্রাও এই প্রদর্শনীতে দেখা গেলো। নেপালের বহু স্মারক মুদ্রাও দেখা যায়। নেপালি কাগুজে মোহর, নেপালি মুদ্রায় বিভিন্ন মন্দিরসহ নেপালি মুদ্রায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এই শিরোনামে বিবিধ মুদ্রা প্রদর্শন করেন বিশিষ্ট মুদ্রা সংগ্রাহক সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন দেশের মুদ্রা যার মধ্যে পূর্ব জার্মানি, বিয়াফ্রা, হাটি রিভার প্রভিন্স, ফ্রেঞ্চ ইন্দোচীন, প্রাসিয়া

কিংডোম, ম্যাসকট, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বোহেমিয়া, রুয়ান্দা, রোডেশিয়া প্রভৃতির মুদ্রা ছিল বিশেষ নজরকাড়া। ডঃ উজ্জ্বল সাহার সংগ্রহ থেকে তৃতীয় খ্রিস্ট পূর্ব সময়ের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রা, গুপ্ত শাসক সমুদ্রগুপ্ত স্বর্ণ মুদ্রা, কুমার গুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা দেখা যায়। আবার উত্তর পূর্ব ভারতের অহম রাজ্যের ষোড়শ শতকের গদাধর সিংহ, রাজেশ্বর সিংহ, গৌরীনাথ সিংহ রৌপ্য মুদ্রা, কুচবিহার রাজ্যের বিভিন্ন মুদ্রা, ত্রিপুরার মাণিক্য রাজাদের মুদ্রা এই প্রদর্শনীতেই ছিল। মুর্শিদাবাদের অনিকেত সান্যালের সংগ্রহ থেকে পঞ্চদশ শতকের দাউদ শাহ্ কারনানি, সামস আল দিন মুহাম্মদ, জালাল উদ দিন মুহাম্মদের বিভিন্ন মুদ্রা। সংগ্রাহক সহিদুল ইসলামের সংগ্রহ থেকে মুঘল শাসক হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরংজেব, নুরজাহান, মুরাদ বকশ মুদ্রা সংগ্রহ। সংগ্রাহক ভিনোদ জাসওয়ালের সংগ্রহ থেকে বঙ্গ প্রদেশের মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন মুদ্রা। উল্লেখ্য কুচবিহারি রাজ কন্যার সাথে নেপাল রাজ পরিবারের রাজপুত্রের বিবাহ হয়, সেই উপলক্ষে প্রকাশিত মুদ্রা ও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। ২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা এককথায় এক চমকপ্রদ মুদ্রা প্রদর্শনী দেখল। আবার দুই শতাধিকের ওপর মুদ্রা ব্যাবসায়ি এখানে স্টল দিয়ে মুদ্রা কেনাবেচাও করেছেন। এছাড়াও উৎসবের তিন দিন ক্ল্যাসিক্যাল নিউমিসমেটিক্স গ্যালারী, অসওয়াল অ্যান্টিক্স ও ভিরাসাত অক্সান্স এক একদিন বিস্তৃত নিলাম চালিয়েছে, যেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মুদ্রা সংগ্রাহকরা গুরুত্বপূর্ণভাবে যোগদান করেন। কলিকাতা মুদ্রা পরিষদের সম্পাদক রবিশঙ্কর শর্মা একান্ত সাক্ষাকারে জানালেন, ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরে, নেপাল নিউমিসমেটিক্স সোসাইটির সাথে যৌথভাবে এমন চমকপ্রদ উৎসবের আয়োজন করল। সর্বস্তরের মানুষের যোগদানে এই উৎসব ভীষণভাবে সফল। আমরা আগামীদিনে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করব বলেই পরিকল্পনা করেছি। সব কিছু মিলিয়ে কলকাতা শহরের ওপর নগরবাসী এক অন্যরকমের উৎসবের আমেজে নিজেদেরকে মাতিয়ে রাখল বলা চলে।

খড়্গপুর ক্রিসমাস কার্নিভাল

একঝাঁক টলিউড তারকার হাত ধরে অনুষ্ঠিত হল খড়্গপুর ক্রিসমাস কার্নিভাল। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী পাওলি দাম, সোহিনী সরকার, এনা সাহা, দেবলীনা দত্ত, শুভ্রজিত মিত্র, মীর, সুমনা কাঞ্জিলাল, সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা।

ডিসলী প্রেজেন্টস দিভা অফ

দ্যা ইয়ার বিউটি পেজেন্ট র‍্যাম্প ওয়াল এর মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। র‍্যাম্প ওয়াক ছাড়া আর্ট এক্সিবিশন, হ্যান্ডক্রাফট এক্সপো, অঙ্কন প্রতিযোগীতাও ছিল এই অনুষ্ঠানে। বললেন ফেস্টিভ্যালের প্রধান উদ্যোক্তা আবির ব্যানার্জী। পাওলি দাম বলেন এমন একটি কালচারাল অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। যেখানে অনেকে তাদের নিজের প্রতিভাকে সবার সামনে দেখাতে পারছে। আশা করছি এই অনুষ্ঠান থেকে নতুন মুখ দেখতে পাবো আগামীতে। অনুষ্ঠানের আরো এক চমকে ছিল মির ও তাঁর ব্যান্ডের অসাধারণ পারফরমেন্স। সোহিনী সরকার জানান খড়্গপুরের মতো একটা শহরে এই অনুষ্ঠান দারুন লাগছে। কলকাতা শহরের বাইরে এত বড়ো একটা কার্নিভাল দারুন খুশীর খবর সবার কাছে। এই শহরের কালচারাল দিক আরো উজ্জ্বল হবে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

মাঙ্গলিকী

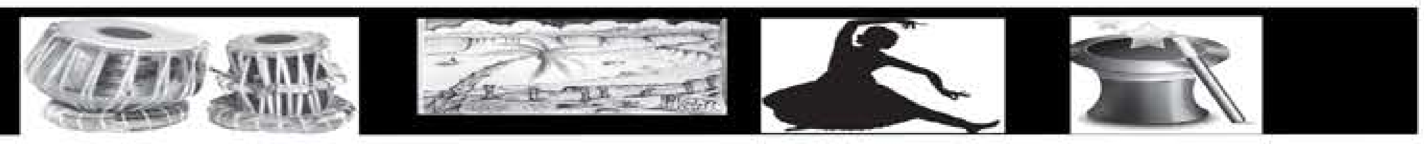

মহানির্বান–এ লাগলো জোয়ার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ২০ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২২ মহা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল মহানির্বান ভাবনা আয়োজিত নাট্য উৎসব দক্ষিণ কলকাতার নাটকের পীঠস্থান মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পরপরই সময় নষ্ট না করে মহানির্বাণ ভাবনার কর্ণধার শ্যামল সরকার অনুষ্ঠান শুরুর কথা ঘোষণা করেদিলেন। এদিনের প্রথম নাটক শৌভনিক প্রযোজিত চন্দন দাস নির্দেশিত এবং দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি নাটক 'লিস্ট'। নাটক শুরুর পূর্বে এদিনের উৎসবের তিন নির্দেশককে যথাক্রমে চন্দন দাস, ইন্দ্রজিৎ পাল এবং অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়।

লিস্ট নাটকটি কোভিড ১৯কে উপলক্ষ করে একটি মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। চন্দন দাশের প্রয়োগ গুণে নাটকটি দেখতে দেখতে অনেক দর্শকের চোখ জলে ভরে উঠতে দেখা গেছে। রমেন সুরমা দুজনে বসে লিস্ট তৈরিতে ব্যস্ত। বিষয়টা হল রমেন মারা যাবার পরে তার অন্তিম সংস্কারে কারা কারা উপস্থিত হতে পারে বা কারা কারা অংশ নেবার যোগ্য তার অন্তিম যাত্রায় তারই লিস্ট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আজ যে নামটি ঢোকে কাল সেটা বাদ হয়ে অন্য নাম ঢুকে যায়, এই কাটাকুটির খেলা চলতেই থাকে। খুনসুটির মধ্য দিয়ে ওরা দুজনে এটা এনজয়ও করে। কিন্তু কোভিডের আতঙ্কে মৃত্যু ভয়ে ওরা উভয়ে আতঙ্কিত। রমেন সনাতনি মৃত্যু চায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে কী? সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। চন্দনের আর একটা ভাল কাজ দেখলাম। রমেন চরিত্রে স্বপন চক্রবর্তী এবং সুরমা চরিত্রে রঞ্জিনী চট্টোপাধ্যায় দুজনেই নাটকটাকে টেনে নিয়ে গেছে। দুজনকেই হ্যাটস অফ।

দ্বিতীয় নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী শেষের রাত্রির গল্পাভিনয়। নির্দেশনায় ইন্দ্রজিৎ পাল, যতীন কাল রোগে মৃত্যুর দিন গুনছে। মণি তার অসুস্থ স্বামীর প্রতি দায় দায়িত্ব নিতে পারে না বরং অবহেলার চোখেই দেখে। সে তার

মহানির্বাণ ভাবনা আয়োজিত নাট্যোৎসব-২০২২

নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। যতীনকে মানুষ করেছে তার মাসী। সেই মাসী যতীনের মনে আনন্দ ভরে দিতে তার যন্ত্রণার কিছুটা প্রলেপ দিতে মণির পাতিব্রত্যের নানা কল্প কাহিনী তৈরি করে মৃত্যু পথযাত্রী যতীনকে শোনায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে কী? যতীন ঘুমের দেশে পাড়ি দেয়।

ইন্দ্রজিৎ এবং অস্তিকাকে একই সাথে অভিনয় ও সূত্রধর দুই ভূমিকাই নির্বাহ করতে হয়েছে। কাজটা দুরূহ বটে। কিন্তু তারা দুজনেই সমান তালে পাল্লা দিয়ে অভিনয়টা করে গেল। অনেকদিন পর আবার নাটকটা দেখে খুব ভালো লাগলো। মণি চরিত্রে সোমার সুযোগ কম তবুও মন্দ লাগেনি। ইন্দ্র নির্দেশনায় এখন অনেক পরিণত।

তৃতীয় নাটক উত্তর কলকাতা আবর্তন নিবেদিত নাটক কাল বা পরশু। রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনায় অভিজিৎ মুখার্জি, বিকৃত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিকৃত প্রতিশোধ। কাল বা পরশু বোমটা কিন্তু ফাটবেই। বার্তাটা অসাধারণ। সকলের অভিনয় বেশ ভালো। সংকেত বাণী বোমটা কিন্তু ,কদিন ফাটবেই।

২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় প্রথমেই শুরু গুণীজনের নাট্য সম্মান, প্রাপক সত্যপ্রিয় সরকার, অমর চক্রবর্তী, প্রদীপ রায়। প্রত্যেক শিল্পীকে পুষ্পস্তবক স্মারক এবং উত্তরীয় দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন দলের পক্ষ থেকে উৎসব দাস।

উৎসব সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে বললেন আপনারা নাটকগুলো দেখুন। সত্যপ্রিয় সরকার বললেন উপস্থিত সকল দর্শককে শ্রদ্ধা জানাই। পদ্মা নদীর মাঝি নাটকে আমাদের প্রথম পরিচয়। আমি করতাম হোসেন মিঞা শ্যামল করতো কুবের। তারপর কালে কালে অনেক জল গড়িয়েছে। আমরা উভয়েই অনেক পরিণত হয়েছি। কখন যে বন্ধু হয়ে গেছি তা আজ আর বলতে পারবো না। আপনারা নাটক দেখুন সকলকে নাটক দেখান। আমি এই উৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

অমর চক্রবর্তী বললেন আমার খুব প্রিয় জায়গা। এখানে দাঁড়াতে খুব ভাল লাগে। পুরানো দিনের কথা স্মরণ করে সকলকেই নস্টালজিয়ায় মুগ্ধ করে দিলেন। আমি হয়তো আর আসবো না, কিন্তু আপনারা আসবেন। জীবনের চলার পথে কত পরিচয় হয়, সব স্মৃতি হয়ে যায়। প্রদীপ রায় সকলকে শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানিয়ে চলে যায় গ্রীণরুমে কারণ তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে কারণ তার নাটক আছে।

১ম নাটক চণ্ডীতলা প্রমটার নিবেদিত প্রদীপ রায় অভিনিত ও নির্দেশিত একক অভিনয়ের নাটক 'জীবন থেকে নেওয়া'। নাটকটি পদ্মার কথা, পদ্মার জীবন চরিতও বলা যেতে পারে। জীবনটা ছেঁড়া কাথার মতো শুধু কমপ্রোমাইজ করে যাওয়া। পদ্মাকে জীবনে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে সারা জীবন ধরে। অবহেলায় ঘৃণায় অনেকটা পরগাছার মতো জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তাকে শুধু গরিব হয়ে জন্মানোর জন্য। তবু জীবনে তেমন কিছু করতে পারেনি পদ্মা। পদ্মা শ্যামলী জীবন চরিত। এটা প্রদীপের নিজের জীবন চরিতও বটে। বহু প্রতিভার ন্যায় মূর্তিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে অভিনয় এবং চলচ্চিত্রে ধৃতিমান চ্যাটার্জীর সাথে অভিনয়। এখন পদ্মা বেশ কিছুটা সফল।

দ্বিতীয় নাটক 'ঝড় আসছে'। কাহিনী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা শ্যামল সরকার। প্রযোজনা মহানির্বাণ ভাবনা।

রূপকের অন্তরালে রাজনৈতিক নাটক। নাগরিকদের কথা শাসকের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। সব দেশেই শাসকের রূপ একই। নাগরিক সমাজ থেকে শাসক সবাই যেন সিস্টেমের যাঁতাকলে বন্দি। দেবদেবীর চরিত্রগুলো সবই প্রতিকী। সমাজের অবক্ষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পৃথিবীটা যেন এক উম্মাদ আশ্রম। একটা দমবন্ধ হওয়া পরিবেশ বিশ্বজুড়ে। এর থেকে মানুষের কি মুক্তি নেই? তাই পরমেশ্বরকে বলতে হয় তাহলে কি একটা ওলট পালটের প্রয়োজন আছে? নির্দেশক শ্যামল সরকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীকে সরসভাবে রস সাহিত্যের আবহে নাটকটি নির্মাণ করেছেন। দর্শকবৃন্দ মজা আনন্দ উপভোগ করেছেন। অভিনয়ে অমিতাভ চ্যাটার্জী, অশোক বসু, সুপ্রভাত ঘোষ, সুনীল বর্মন, অর্পিতা মজুমদার, পম্পা দাস, শান্তনু দাস, ভবানী চ্যাটার্জী প্রমুখেরা। মহানির্বাণ ভাবনা পরপর দুটি উৎসবকেই ত্রুটিহীন ভাবে মঞ্চস্থ করলো দেখে বড় আশার সঞ্চার হল। প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেল।

নবরর্ষে বাঙালির কেক পার্বণ

আরিফুল ইসলাম : দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে বহু আকাঙ্খিত শীতকাল, বিশেষ করে নিম্ন গাঙ্গেয় বাংলার মানুষের কাছে। গ্রীষ্মকালের ঘামে প্যাচ প্যাচে কান্তিকর শরীর, তারপর বর্ষার ঘনঘটাও সাধারণ মানুষের কাছে যখন দৈনন্দিন জীবনে অস্বস্তির চূড়ান্ত নানান্তর তখন আমরা অপেক্ষায় থাকি উত্তুরে হাওয়ার। তা–ই পুজো পার্বণ কেটে গেলেই দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে দীর্ঘ অপেক্ষার আদরের মরশুম শীতকাল। উত্তুরে হাওয়ায় নতুন করে মানুষ প্রাণের সঞ্চার পায়। পরাধীনতার নামে আপনি যতই ইংরেজদের গালমন্দ করুণ না কেন, ঔপনিবেশিক শিল্পকর্মের ক্যালেন্ডারকে নানানভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বঙ্গজীবনের সঙ্গে মেশানোর চেষ্টা করুণ না কেন, ডিসেম্বর–জানুয়ারি মাস আমাদের জীবনের রঙ নতুন করে যে ফোটায় তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝি। কেন আমরা ১ বৈশাখ আন্তরিক ভাবে পালন করি না, আর কেনই বা ভালোবাসা আন্তরিক আবেগের আতিশয্যে ১ জানুয়ারি পালন করি তার অন্যতম কারণও কিন্তু এই কালের খেল। অতএব শীতকালের জয়জয়কার। আর সেখানেই হ্যাপি নিউ ইয়ার ১ জানুয়ারি ৪ – ০ গোলে শুভ ১ বৈশাখকে হারিয়ে দেবে। বাঙালি – আমরা বাঙালি রাখ ঢাক গুড় গুড় করা বা প্যানপেনিয়ে লাভ নেই। বাস্তব সত্যিটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

শীতকাল পড়লেই বাঙালীর কিছু কমন জিনিস আছে। দমবন্ধ করা দৈনন্দিন জীবনের বাইরে বেরিয়ে একটু মুক্তির স্বাদ নিতে পিকনিক করতেই হবে, সে দূরেই হোক বা কাছে। মেলা করতেই হবে। সে যে কোনও মেলা হতেই পারে। তাতে অনিবার্য ভাবে ভিড় হবেই। খেলা করতেই হবে, সে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হোক বা পাড়ার ক্লাবের তত্বাবধানে, সেটা অবশ্যই ক্রিকেট, এক সময়ের বাঙালির প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল, সদ্য সমাপ্ত কাতার বিশ্বকাপে যতোই আমরা আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ফ্রান্সের অসাধারণ সব ম্যাচ গুলো প্রতি চার বছর অন্তর অন্তত আবার রাত জেগে দেখি না কেন, দেশের ক্লাব গুলোতে আজ ভূমিপুত্রদের হাহাকার ও ভাড়াটে সৈন্যদের দাপাদাপি।

শীত পড়তেই এরপর বাঙালীর খাদ্য তালিকাতেও কিছু বাৎসরিক বিশেষ চাহিদা আছে। অনেকেই হয়তো সেটাকে চর্চা করেন না। মরশুম পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য মানুষের খাবারের স্বাদও অদ্ভুত ভাবে বদলে যায়। শীত এসে পড়লেই পিকনিক, মেলা–খেলা বা বেড়ানোর সঙ্গে চাই পিঠেপুলি, নলেন গুড়ের মোয়া, রসগোল্লা, সন্দেশ আর অবশ্যই চাই অপূর্ব স্বাদের কেক। ঔপনিবেশিক ইংরেজ–ফরাসি–পর্তুগীজদের সংস্কৃতির হাত ধরে এই উপমহাদেশে পাউরুটি ও কেক–কনফেকশনারীর আগমন। ঠিক–ত্রিশবছর পেছনেও বাঙালির কেক উন্মাদনা এতো ছিল না। যতোটা আমরা ইদানীং দেখতে পাই। হালফিলের বাঙালির কেক–কালচার যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। একেবারে গ্রামবাংলা নিম্নবিত্ত পরিবারে বার্থ–ডে পার্টি বা অ্যানিভারসারির অনুষ্ঠান হচ্ছে 'কেক' সহযোগে। বড়ো বড়ো কোম্পানি গুলো জেলাসদর ছাড়িয়ে মহকুমা শহরে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ভ্যানে বার্থ ডে কেক, পিজা, বার্গার, সুইস রোল, প্যাস্ট্রি ও প্যাটিস ইত্যাদি সুন্দর ভাবে পৌঁছে দিচ্ছে। গবেষণার দরকার পড়বে না। অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা খাদ্যাভাসের সঙ্গে চাহিদার স্টেটাসও পালটাচ্ছে। আমি গরিব তো কী হয়েছে? আমি আমার বা পরিবারের জন্ম দিন পালন করতে পারবো না। এভাবেই বেড়েছে ধাপে ধাপে বাঙলার কেকের বাজার। টাচ ফোনের একটা ছোঁয়ায় মোটরবাইক স্কুটি করে কেক ছুটছে গ্রামের মেঠো পথে। প্রথম শ্রেণির বেকারি গুলোর মধ্যেও চলছে জোর প্রতিযোগিতা। সঙ্গে জেলায় জেলায় ছোটো বেকারি গুলোও নিজেদের এলাকার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তবে ইংরেজি নববর্ষে যে কেক সাধারণত তৈরি হয় তা মূলতঃ অন্য রেসিপি বা ভিয়েনের প্লাম কেক। এই সব কেক সাধারণত ডিম, মাখন ও ড্রাইফ্রুট সমৃদ্ধ হয়। সুতরাং এটাকে রিচ প্লাম কেক, ফ্রুট প্লাম কেকও বলা হয়। এই বলে সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়।

শীতকাল বা নিউইয়ার্স ইভে বাংলার বড়োদিনে দুই প্রকার ক্রেতা – প্রিমিয়াম ক্রেতা, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ক্রেতা। প্রিমিয়াম ক্রেতা কলকাতার এলিট শ্রেণি যাদের কাছে সবচেয়ে নামী দোকানের কেক বরাবরের আকর্ষণ। আমি নিশ্চিত তারা কোনও মতেই কোয়ালিটিতে আপোশ করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত এরা সাহস করে হাইফাই কেক শপে ঢুকবেন না। এদের বড়দিন বা নিউ ইয়ার উদযাপন পরের স্তরের দোকানে। যেখানে সাধ্যের মধ্যে মধ্যবিত্ত – নিম্নবিত্তদের জন্য দীর্ঘ দিন বড়দিনের চাহিদা মতো কেক জুগিয়েছে মধ্য কলকাতার তালতলা এলাকা। এখানে এক সময় ৪২টা বেকারি ছিল। বড়োদিনের সময় পাউরুটির প্রোডাকশন বন্ধ রেখে বিশাল সংখ্যায় কেক' তৈরি হতো এখানে। কালের হাওয়ায় আজ অর্ধেক বেকারি বন্ধ, কিছু ধুঁকছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের আওতাভুক্ত বেকারি শিল্পের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে। করোনা আবহেও ঠিক নয়। সেই নোটবন্দী শিল্পের ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি প্রয়োগ, ছোটো শিল্পকে বড়ো শিল্পের সঙ্গে আইনের একই আসনে বসিয়ে দেওয়া, কেক–কনফেকশনারি শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ভোজ্য তেল, বনস্পতি বা মাখন সবার উপরে জ্বালানি তেল পেট্রোল – ডিজেলের দাম একের পর এক অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি মধ্য–নিম্নবিত্ত মানুষের কোষাগার–পকেটে টান পড়েছে। ইচ্ছা আকাঙ্খা শুকিয়ে যাচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের। শিলিগুড়ি থেকে সুন্দরবন এই শীতের বাজারেও ছোট বেকারি মালিকদের বাজারহীনতা মানসিক চাপে রেখে দিয়েছে। বাউন্ডারি–ওভার বাউন্ডারি হাঁকানো তো দূরের কথা শর্টরান নিতেই ভয় পাচ্ছে।

মধ্যবিত্তদের জ্বালা অনেক। গ্লোবালাইজেশনের যুগে দিল্লি–বম্বে'(মুম্বই) থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে কেক এসে জুটে যাচ্ছে মধ্য কলকাতা – মধ্য হাওড়া – বর্ধমান, আসানসোল, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ির বাজারে। ইদানীং আবার লক্ষনীয় তথ্য প্রযুক্তির হাত ধরে যথেষ্ট হাত পাকিয়েছে হোম মেড কেক' প্রস্তুতকারকরা। এরাও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কেক তৈরির পদ্ধতি শিখে মুঠো ফোনে অর্ডার ধরে বাড়িতে বাড়িতে এই বাঙালীর শীতের জানুয়ারির কেক ডেলিভারি শুধু করছে তা নয়, পাড়ার কোণে পার্কসার্কাস রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও পসরা সাজিয়ে বসে পড়েছে।

কোভিড নাইন্টিন – লকডাউন, তথ্যপ্রযুক্তি বড়োদিনের বাঙলার কেকের মার্কেটিং স্টাইল সম্পূর্ণ একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে তাই দেখার অপেক্ষায় আমরা রইলাম।

নাট্য উৎসব

অহীন ঘোষ, কাকদ্বীপ : করোনার জন্য দুবছর বন্ধ থাকার পর কাকদ্বীপ ব্যায়াম সমিতি এবং মুকুল নাট্য সংসদের পরিচালনায় শুরু হল চারদিনের নাট্য উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই উৎসবের সুচনা করেন কলকাতা এবং হুগলির বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্যামল গাঙ্গুলী এবং রবিন বসু। এ বছর মুকুল নাট্য সংসদের ৫০ বছর। সেজন্য রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

এক আলাপচারিতায় শ্যামল বাবু বলেন বর্তমানে নাটক দেখার দর্শক বেড়েছে। গত দু'বছর করোনার জন্য লকডাউনের কারণে সিরিয়াল বা সিনেমার শুটিং বন্ধ ছিল। মানুষ দীর্ঘ দিন ঘরবন্দী থেকেছেন। তবে নাটকের কাজ বন্ধ হয়নি। কেউ নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, কেউ স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করেছেন। আবার নাটকের রিহার্সালও হয়েছে। বাড়িতে বসে মেয়েরা রান্না বান্না করার বা কাজের ফাঁকে একটু আধটু উঁকি দিয়ে দেখেছেন।

সেখানে উপলব্ধি করার কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেজেগুজে পরিবারের সঙ্গে বা বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে নাটক দেখার আনন্দই আলাদা। তাছাড়া নাটকের একটি নির্দিষ্ট বিষয় থাকে। যা

কখনও কখনও দর্শদের মনে দাগ কাটে। সিরিয়ালে সাধারণত তার হয়না। উদ্যোক্তা বুলু ভকত বলেন আমরা এ বছর আমরা নাটকের আয়োজন করতে পেরে আনন্দিত। ইতিমধ্যে অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যারা এই নাট্য উৎসব শুরু করেছিলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাদের সেই সংস্কৃতির মানসিকতার মর্যাদা আমরা রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

উইন্টার কার্নিভাল রামপুরহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট ডিপিএস স্কুলে অনুষ্ঠিত হল উইন্টার কার্নিভাল চব্বিশে ডিসেমবর । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রামপুরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ড: নিখিলকুমার সিনহা। দুই দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হল এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি। বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অভিভাবক – ছাত্রছাত্রী তথা রামপুরহাট ও আশেপাশের এলাকার মানুষেরা আটত্রিশটি বিভিন্ন স্টলের আয়োজন

করেছিলেন। শেষদিনে কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক–শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। দিনভর অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে চারপাশের পরিবেশ ছিল মুখরিত। অনুষ্ঠানের সাথে সাথেই ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজ কম্পিটিশন, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বাইরে থেকে আগত দর্শক দ্বারা নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন ইত্যাদি। কার্নিভালের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ফান গেম স্টল, বুক স্টল, ফুড স্টল, ট্রাম্পুলিন, বাউন্সি ক্যাসেল, মডেল প্রদর্শনী।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ শুভ ব্যানার্জি বলেন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদিন ছিল আনন্দ উপভোগের জন্য সেরা সময়। পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যাক্তিত্ব তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশের মঞ্চ ছিল এই কর্মসূচি।

নৈহাটি উৎসব

বিজুষ চক্রবর্ত্তী, ব্যারাকপুর : ঘটা করে সূচনা হল ১১ তম নৈহাটি উৎসবের। গত শনিবার বিকেলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম। এছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আসানসোল ও ব্যারাকপুরের সাংসদ যথাক্রমে সত্রুঘ্ন সিনহা এবং অর্জুন সিং, নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়,কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, নোয়াপাড়ার বিধায়িকা মঞ্জু বসু,গিল্ডের সভাপতি ত্রিদীপ চ্যাটার্জ্জী, রাজারহাট–নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জ্জী, নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চ্যাটার্জী, বরানগরের পুরপ্রধান অপর্না মৌলিক, কামারহাটির

পুরপ্রধান গোপাল সাহা, জেলাশাসক সরোদ দিবেদী, ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। সংগঠকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই উৎসব। উৎসবে প্রাঙ্গনের প্রধান আকর্ষণ ছিল বইমেলা, শিল্পমেলা, সবলা মেলা, শিশুমেলা, পাখির মেলা। এছাড়াও মূল মঞ্চে প্রত্যেকদিনই ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ফকির উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বাংলা বাউল শিল্পী ফকির উৎসব–২০২২। আয়োজন হলো শ্যামনগর লোকসংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে ঝাউতলায় গত ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর। জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী ডা: দুলাল মন্ডলের গাওয়া বাউল গানে মুগ্ধ হন দর্শকরা। শ্যামনগর লোকসংস্কৃতি মঞ্চের সভাপতি কাজল অধিকারী সহ–সম্পাদক ডাঃ অপূর্ব দে এবং সম্পাদক অমল বাওয়ালীর উদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরে শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাউল সংগীত।

নটবর্ধিনী ফাইন আর্টসের তরঙ্গম

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর নটবর্ধিনী ফাইন আর্টস আকাদেমি ২৪ ডিসেম্বর চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে আয়োজন করেছিল একবর্ণময় নৃত্যোৎসব। ভারতনাট্যম শিক্ষিকা মধুরিমা চক্রবর্তী মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা ও পরিকল্পনায়, নানা নৃত্য আঙ্গিকের প্রয়োগে 'তরঙ্গম ২০২২' হয়ে উঠেছিল নৃত্যশৈলীর চমৎকার প্রকরণ। সুসম বিভাজন ও কম্পোজিশন বেশ আকর্ষক। ৭০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদিন রাবিন্দ্রীক, সৃজনশীল ও লোক বিষয়ে অসাধারণ সব

নৃত্যস্থাপনা পরিবেশিত হয়। এই মনোজ্ঞ সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান লাল পাহাড়ীখ্যাত কবি অরুণ চক্রবর্তী, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়, একনিষ্ঠ সদস্য দিব্য মুখার্জী ও মিউজিক ডিরেক্টর দিব্যজ্যোতি মিশ্র প্রমুখ।

স্মৃতিবাসর উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ সন্ধ্যায় হাজরা মোড়ের 'উত্তম মঞ্চে' প্রখ্যাত তবলাবাদক আচার্য্য সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাসের ১১৮তম বর্ষ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী প্রাণনাথানন্দজী মহারাজ। দেবাশিস মুখার্জী অসাধারণ তবলা লহরার সঙ্গে। সারেঙ্গী বাজান রামলাল মিশ্র। খেয়াল গেয়ে শোনান সন্দীপ নাগ। সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়াম বাজান সৌমেন সরকার ও মণিকা দাস। ছিল মিতা নাগের সেতারের সঙ্গে তাপস গাঙ্গুলির তবলার যুগলবন্দী। সঞ্চালক ছিলেন প্রবীর ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেন সম্পাদক রাধা বল্লভ দাস।

আসানসোল মেতে উঠলো নাট্যোৎসবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে প্রকৃতই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন বিকেল ৫:৩০ মিনিটে আয়োজিত হল; দশম চর্যাপদ নাট্যোৎসব। চারদিনে মোট বারোটি নাটক উপস্থাপিত হয় এই নাট্যোমেলায়। তাই স্লোগান দশে বারো। উৎসবের উদ্বোধন করেন; স্বামী রতন মহারাজ, নাট্য আকাদেমির সদস্য বিজয় মুখার্জি, চর্যাপদের প্রতিষ্ঠাতা রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী। উৎসবে বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌরসভার চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ও ADDA চেয়ারম্যান ও রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দোপাধ্যায়, বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা। উপস্থিত ছিলেন জেলার বিশিষ্ট নাট্যজনেরা।

নাট্যোৎসবে আয়োজক চর্যাপদের নবনাট্য 'মদন কান্ড' মঞ্চস্থ হয় অত্যন্ত সফলতার সাথে। মানুষের মন জয় করে এই নাটক। নাটকটির আশ্রয় মনোজ মিত্র, সংযোজন, সম্পাদনা ও অভিনয়ে রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী।

কোলকাতা থেকে সফলতার সাথে নাট্য মঞ্চায়ন করে যান; শোহন, বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন, নাট্যিক কোলকাতা ও দমদম শব্দমুগ্ধ নাট্যদল। তারা উপস্থাপন করেন যথাক্রমে 'সরল অঙ্ক', 'দহনকাল', লাভ এন্ড লক ও 'নবাব' নামক

প্রযোজনাগুলি। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের নাট্যদলগুলির মধ্যে, পূর্ব বর্ধমানের গ্রাফ ও ইনসাইড আউট উপস্থাপন করেন 'বারিশ' ও 'একানব্বই মাধ্যমিক ব্যাচ'। এছাড়া, পশ্চিম বর্ধমানের অমিও মেমোরিয়াল ক্রিয়েটিভ আর্টসের 'সুখের চাবি, দোমোহানী বাজার নাট্যসেনার 'সামনে এসো', কথাভাষ্যের 'হায় নিত্যানন্দ', প্রত্যয়ীর 'দ্যা পারফেক্ট মার্ডার', আসানসোল রেপার্টারী থিয়েটারের 'সিদ্ধিদাতা' মঞ্চস্থ হয়। প্রতিটি নাটকই মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে। নাটকের মাঝেমাঝে আয়োজিত হয় নাট্য সেমিনার, বিষয় থিয়েটারে সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা। বক্তারা ছিলেন; তরুণ নাট্যব্যক্তিত্ব ধ্রুবজ্যোতি কেশ, সৌম দেব, প্রতাপ মন্ডল ও রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী। অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে প্রতিদিন এই আলোচনা।

রবীন্দ্রভবন করিডরে আয়োজিত হয় প্রদর্শনীর, যার শিরোনাম ''দ্যা ফার্স্ট ডিকেড। জমজমাট ভাবে সাজানো হয় রবীন্দ্র ভবন চত্তর।

'চর্যাপদ চারুকলা সম্মান' প্রদান করা হয় নাট্য ব্যক্তিত্ব বিজয় মুখার্জি, অনীশ ঘোষ, রাকেশ ঘোষ ও আভাস ভট্টাচার্যকে। সারা বছরের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'চর্যাপদের মুখ' সম্মান পান চর্যাপদের প্রশিক্ষণার্থী ঐশী কর। দর্শকদের জন্য তারা প্রদান করেন 'নাট্যমিত্র সম্মান'। যা এবছর পান মধুমিতা জমিদার ও দেবাশীষ জমিদার। প্রকাশিত হয়, চর্যাপদের নাট্যপত্রিকা এবং নাটক এর উৎসব সংখ্যা।

চর্যাপদের পরিচালক রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি আসানসোল পৌরসভা, রবীন্দ্র ভবন কর্তৃপক্ষ, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ ও আসানসোলের নাট্যামোদী দর্শকদের প্রতি অকুন্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে সারারাত ব্যাপী নাট্যোৎসবের পাশাপাশি আগামীতে চন্ডালিকা নৃত্য নাট্য মঞ্চায়নের পরিকল্পনা তিনি মঞ্চ থেকে তুলে ধরেন।

ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) উদ্যোগে ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল। তুহিন সামন্ত এবং মনোজিময় দে'র স্মৃতিতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে দাঁইহাট পুরসভার মোট ১৪টি ওয়ার্ডই অংশগ্রহণ করছে। ২৭ ডিসেম্বর দাঁইহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত এই খেলার উদ্বোধন পর্বে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা টিএমসিপি সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিষাদ সামন্ত, দাঁইহাটের পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় প্রমুখ। প্রথমদিনের খেলায় মুখোমুখি হয়ে পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ড ১১ নং ওয়ার্ডকে পরাজিত করে জয়োল্লাসে মেতে ওঠে।

সেলাম তোমায় ফুটবল সম্রাট পেলে

প্রণব গুহ

এই পার্থিব ধরিত্রীতে ভগবান এমন কয়েকজন অমৃতের পুত্রকে পাঠান যাদের আর বিকল্প তৈরী করেন না। এঁরা যন্ত্রনাক্লিষ্ট ভেদাভেদে দীর্ণ মানুষকে মুক্তির আনন্দ এনে দেন। এঁরা মুক্ত আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এঁদের কোনো গন্ডি থাকে না। ফুটবল সম্রাট পেলে ঠিক তেমনই একজন জ্যোতিষ্ক। সাদা কালো দ্বন্দে, পিছিয়ে পড়া দেশের তকমায় ঠেকিয়ে রাখা যায় নি তাঁকে। একজন নাক সিটকানো কালা আদমির সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলেন সাদা আদমিদের প্রতিভু ইংলন্ডের রানী, তাঁর জন্য থেমে গিয়েছিলো নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ। ফুটবলের জাদুকর পেলে অনন্য, তাঁর কোনো বিকল্প নেই।

এমন একজন কিংবদন্তিকে দেখার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে ১৯৭৭ সালে। তখন আমরা ছাত্র, ফুটবল খেলি, পেলের স্বপ্নে বিভোর। মোহনবাগান ক্লাবের তৎকালীন কর্ণধার ধীরেন দের কল্যানে সে সুযোগ ঘটেছিল আমাদের। কসমস ক্লাবের হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। খেলা হয়েছিল মোহনবাগান মাঠে সদ্য বসানো ফ্লাড লাইটে। এখনো ভুলতে পারিনি মোহনবাগানের সবুজ মাঠে পেলের নানা ভঙ্গিমা। মাঠ থেকে বেরিয়ে ঘোর কাটতে সময় লেগেছিলো অনেক দিন। সেই ম্যাচ দেখার জন্য কলকাতাবাসী হিসাবে আজও মনে মনে গর্ব অনুভব করি। ঈর্ষাও করেন আমাদের অনেকে।

এই অনুভব শুধু আমার একার নয়, যাঁরা সেদিন মোহনবাগানের হয়ে পেলের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তাঁরাও একই কথা বলেছেন। তারকা ফুটবলার শ্যাম থাপা বলেছেন তিনি পেলের সঙ্গে খেলতে পারবেন বলে সেবার মোহনবাগানে এসেছিলেন। মানস ভট্টাচার্যও তাঁর সেদিনের নস্টালজিক কাহিনী শুনিয়েছেন। আসলে সেদিনের মোহনবাগান খেলোয়াড়রা সকলেই ভাগ্যবান। এ তাঁদের পরম পাওয়া।

পেলে একজন কিংবদন্তী। আরও অনেকে বিশ্বকাপ জিতেছেন, এবারও মেসি জিতলেন। কিন্তু পেলের যেন অন্যরকম। কারোর সঙ্গে তুলনা চলে না। পেলের পায়ের জাদু নিয়ে যে কত মিথ তৈরী হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সবই রূপকথার গল্পের মত। সেগুলির মধ্যে যদি কিছু অতিরঞ্জিতও থাকে তাও সেগুলি পেলেকে মানিয়ে যায়। এই পৃথিবীর একটা গর্ব ছিল তার মাটিতে হেটে চলে বেড়ান পেলে। আজ তাই পৃথিবী কিছুটা হলেও নিঃস্ব হয়ে গেল। ববি মুর বলেছিলেন পেলে ছিলেন বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার, সেরা মিডফিল্ডার, সেরা ডিফেন্ডার, সেরা গোলকিপার। আর আমরা জানি পেলে ছিলেন সেরা মানুষ।

সেই পেলেকেও সৃষ্টির নিয়মে চলে যেতে হল এই মাটি ছেড়ে। যাওয়ার অজুহাত হিসেবে শেষ বেলায় আক্রান্ত হলেন কোলন ক্যান্সারে। পাড়ি দিলেন পরলোকে ৮২ বছর বয়সে। তবে ফুটবলপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে তিনি বাস করবেন চিরকাল। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তাঁকে।

সেলাম তোমায় পেলে।

আদিবাসী গ্রামে ক্যারাটের জয়জয়কার

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার ইলামবাজার যাওয়ার পথে শাল, পিয়ালের জঙ্গলের ভেতরে পড়ে থাকা এক অখ্যাত গ্রাম মূর্গাবনি। মাত্র কয়েকঘর আদিবাসীদের নিয়ে এই গ্রাম গড়ে উঠেছিল অনেক বছর আগে। এখন সেখানে কয়েকশো ঘর গড়ে উঠেছে। মাটির রাস্তায় পিচ পড়েছে তবে গ্রামের ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় আজও এই গ্রামের বাসিন্দারা অনেক পিছিয়েই রয়েছেন শহরের মানুষের থেকে। কারো পরিবারের রোজগার দিন মজুরি কেউবা শাল পাতার থালা বানিয়ে দিন গুজরান করেন। এমন একটি গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে স্বপ্ন দেখাও অলীক কল্পনা। তাই কোনোরকমে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়েই এই গ্রামের ছেলে মেয়েরা সংসারের হাল ধরে অল্প বয়সেই। তবে এই প্রথায় এবার ছেদ টানার পন করেছে গ্রামের নতুন প্রজন্ম। তাদের জেদ ও প্রচেষ্টায় এখন এই গ্রামে ঢুকলেই চোখে পড়বে একটু অন্য ছবি। স্কুলের পড়া মিটলেই

গ্রামের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের ঠিকানা খেলার মাঠ। বর্তমানে পঁচিশ জন ছেলে মেয়েদের নিয়ে মূর্গাবনি গ্রামে চলছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বোলপুরের বাসিন্দা পারমিতা দত্তরায়। বিগত ছয়মাস ধরে তাঁর প্রশিক্ষণেই মূর্গাবনিতে ঘটে গিয়েছে এক অন্য বিপ্লব। ছয়মাস আগেও এই গ্রামের মানুষ খেলাধূলার জগতকে সেভাবে চিনতে শেখেনি। কোনোরকমে স্কুল থেকে ফিরেই মাঠে কাজে চলে যেত পড়ুয়ারা। স্কুলছুটের সংখ্যাও ছিল অগুনতি। এখন সেই পড়ুয়াদের চোখেই বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন। এই গ্রামের ক্যারাটে প্রশিক্ষণরত ছয় কৃতি ২৫ ডিসেম্বর চন্দননগরে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে জিতে নিয়েছে ব্রোঞ্জ ও সিলভার পদক। তাদের এই সাফল্যের খবর এসে পৌঁছনো মাত্র উৎসব শুরু হয়ে যায় মূর্গাবনিতে। জয়া বাস্কি ব্রোঞ্জ পদক,সঙ্গীতা হেমরম ও লক্ষীমণি হাঁসদা সিলভার পদক জিতেছে। পুরুষ বিভাগে সুব্রত সোরেন সিলভার পদক এবং কিষান বাস্কি ও সূর্য মার্ডি পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। তাদের এই রাজ্য জয়ের খবর এলাকায় পৌঁছতেই গ্রামের মানুষ তাদের বরণ করে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ যখন এই ছয় পদকজয়ী গ্রামে ফেরে তখন এলাকায় বাজছে ধামসা মাদল। ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদের তরফে মূর্গাবনি গ্রামে চলছে অলচিকি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র। ইতুন আসড়া নামে একটি স্কুল চালান বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। তাঁর প্রচেষ্টাতেই এই গ্রামের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আস্তে আস্তে চেতনার উন্মেষ ঘটছে। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, ওদের এই সাফল্যে আমি খুব খুশী। যিনি ক্যারাটে শেখাচ্ছেন সেই পারমিতা দত্তরায়কে অনেক ধন্যবাদ যে তিনি ওদের ভালোভাবে তৈরি করছেন। ছয় মাস খুব অল্প সময়। তবে এর মধ্যেই মূর্গাবনির ছেলে মেয়েদের তিনি সেরা করতে পেরেছেন। আমি ওদের আরো সাফল্য কামনা করছি। গ্রামের বাসিন্দা ধুমু সোরেন, ভীম সোরেনরা বলেন, এর আগে এই গ্রামে কোনোদিন মেডেল বা ট্রফি আসেনি। এই প্রথম ওদের হাত ধরে সাফল্য এল আমাদের গ্রামে। আশা করবো আমাদের গ্রামকে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বাইরের সবাই চিনতে পারবে। প্রশিক্ষক পারমিতা দত্তরায় বলেন, অন্যদের তুলনায় এরা শারীরিকভাবে অনেক বেশী সক্ষম। যেকোনো জিনিষ ওরা খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে। ওদের মধ্যে চেষ্টাও প্রচণ্ড। আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই ওদের দৌলতে এই গ্রাম প্রখ্যাত হয়ে উঠবে। আগামীদিনে জাতীয় স্তরের খেলার প্রস্তুতি নেবে এরা। সেখানে আরো বড় সাফল্য আশা করছি আমি। শাল গাছে ঘেরা মূর্গাবনির জঙ্গলে গড়ে ওঠা এই গ্রামের মানুষের হাতে তৈরি শালপাতার থালা শহরে যায়। সারাদিনের পরিশ্রম শেষে আদিবাসী সমাজের মানুষের অবস্থা একটুকুও বদলায় না। বদলে যায় শহরের মানুষের জীবন। এবার হয়ত সেই প্রথায় ছেদ পড়তে চলেছে। তারুন্যের ছোঁয়ায় বসন্ত আসবে গ্রামে এই আশায় বুক বাঁধছেন মূর্গাবনির বাসিন্দারা।

বিপুল উৎসাহে অগ্রদ্বীপে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজনকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকার ক্রীড়ামোদী মানুষ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মেতে উঠেছে। অগ্রদ্বীপ (আর এস) এলাকার মাতৃভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় এবং মাতৃভূমি ফুটবল আকাদেমির ব্যবস্থাপনায় নকআউট ভিত্তিতে আয়োজিত জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতাটি ২৪ ডিসেম্বর শনিবার শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমাপ্তি ঘোড়ুই, কাটোয়া-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুব্রত মজুমদার, অগ্রদ্বীপ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কাজল বাগচী সহ এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা। বিশ্বনাথ সরকার স্মৃতি উইনার্স কাপ এবং রূপেশচন্দ্র শাঁখারী স্মৃতি রানার্সআপ কাপ নামাঙ্কিত চার দলীয় এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের যে মহিলা ফুটবল টিম অংশগ্রহণ করে। তারা হল সৃজা ইন্ডিয়া ফুটবল আকাদেমি ধাত্রীগ্রাম, আদিবাসী ইউনাইটেড ক্লাব শ্যামনগর, শরশুনা স্পোর্টিং ইউনিয়ন বেহালা এবং এড়ুয়ার উদয়চল ক্লাব ভাতার। অগ্রদ্বীপ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত সূচনা পর্বের এই খেলায় অংশগ্রহণকারী আদিবাসী ইউনাইটেড ১-০ গোলে সৃজা ইন্ডিয়া ফুটবল আকাদেমি ধাত্রীগ্রামকে পরাজিত করেছিল। পরদিন অর্থাৎ রবিবারের প্রতিযোগিতায় এড়ুয়ার উদয়চল ৪-০ গোলে সরশুনা স্পোর্টিং ইউনিয়ন বেহালাকে পরাজিত করে। আগামি ১ জানুয়ারি অর্থাৎ ইংরেজি নববর্ষের প্রথমদিন এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন ঘিরে ইতিমধ্যেই উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্রদ্বীপ মূলত কৃষি অধ্যুষিত এবং শ্রমজীবী এলাকা হলেও এখানে সারাটা বছর বিভিন্ন বয়সীদের মধ্যে ফুটবল খেলার নিয়মিত অনুশীলন চলে। এরই পাশাপাশি এলাকায় একটি ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে একাধিক কোচের অধীনে ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সী প্রায় সত্তর জন ফুটবল প্রশিক্ষণ নেয়। তবে, ফুটবল খেলার জন্য একটা যথোপযুক্ত মাঠের অভাব রয়েছে বলে এলাকার অনেকেই হতাশা ব্যক্ত করেছেন। ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল মাঠে সকাল-বিকাল ফুটবল পায়ে নিয়ে ছোটার স্বপ্ন দেখে এলাকার বর্তমান প্রজন্ম। সেই স্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হবে কিনা তার জবাব জানা না থাকলেও এলাকায় ফুটবলের উন্নতির একবুক প্রত্যাশা নিয়েই বাসিন্দাদের দিন কাটে।স্থানীয় বাসিন্দা পাপ্পু বাড়ৈ বলেন, এখানে এবারে মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজনকে কেন্দ্র করে প্রথমদিন থেকেই সর্বস্তরে ব্যাপক উৎসাহ ছিল। এই খেলা দেখার জন্য এলাকার শত শত ক্রীড়ামোদী মানুষ এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মাতৃভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা তথা ফুটবল প্রশিক্ষক সনাতন দাস বলেন, আমাদের এলাকায় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন এবারই প্রথম।তবে, শুরুতেই অসংখ্য মানুষের যেরকম উৎসাহ দেখছি তাতে পরবর্তীতে আরও বড়ো আকারে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পাশাপাশি একটা লিগ পর্যায়ের ফুটবল খেলার পরিকল্পনাও রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, এলাকার ফুটবলে যথাযথ উন্নতি। তার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েদের ফুটবল খেলায় পারদর্শী করে তোলা।এই মুহূর্তে সেই কাজটাই চলছে।

জাতীয় টেবিল টেনিস রায়গঞ্জে

নিজস্বপ্রতিনিধি : তৃতীয় জাতীয় টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হল রায়গঞ্জে। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন টেবিল

টেনিস খেলোয়াড় মান্টু ঘোষ। তিনি বলেন এখানে এসে ভালো লাগছে। উত্তরবঙ্গ টেবিল টেনিসের জন্য বিখ্যাত। এই সব প্রতিযোগিতা থেকেই উঠে আসে আগামীদিনের ভবিষ্যত। আমাদের চেষ্টা থাকবে যাতে ভবিষ্যতের খেলোয়াড়দের যত্ন নেওয়া হয়। একের পর এক খেলোয়াড় উত্তরবঙ্গ উপহার দিয়েছে ভারতবর্ষকে। আগামীতেও দেবে বলে দাবী করেছেন মান্টু ঘোষ। এদিন উপস্থিত ছিলেন সুব্রত রায় এবং প্রাক্তন বিশিষ্ট খেলোয়াড়েরা।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন দেবারতি চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন্দীপ সমরিতী গ্লোবাল সুটো খান ইন্টার ডিস্ট্রিক ক্যারাটে ডু চ্যাম্পিয়ন ২০২২ অনুষ্ঠানটির সূচনা হলো সোনারপুর রেল কোয়াটার প্রাঙ্গণ সত্যজিৎ মঞ্চে। গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর দুদিন ধরে অনুষ্ঠানটি চলে। সঞ্চালক মৃত্যুঞ্জয় শীল (ক্যারাটে শিক্ষক) চিপ টেকনিক্যাল ডিরেক্টর শিহান তারকনাথ সর্দার জানান গত ৩ এবং ৪ ডিসেম্বর ২০২২ অল ইন্ডিয়া সাব জুনিয়ার ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে

সোনারপুর মিলনপল্লীর ছোট মেয়ে দেবারতি চৌধুরী। মাত্র আট বছরের দেবারতি দিল্লি তালকোটড়া স্টেডিয়ামে সোনার মেডেল জিতে সোনারপুরের নাম উজ্জ্বল করে। ২৮ টি রাজ্য এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে পাঁচ রাউন্ডের পর সোনারপুরের সোনা মেয়ে দেবারতি চৌধুরী সবার শীর্ষে উঠে আসে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা শ্রীমতি সায়নী বোস দাস ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর পিতা সন্দীপ নস্কর। তিন হাজার টাকার একটা চেক এবং মেমেন্টো দিয়ে সোনার মেয়ে দেবারতি চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেতলার হিন্দ সংঘের পরিচালনায় কালীঘাট ব্যায়াম সমিতির সহায়তায় আজ এক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এই টুর্নামেন্টে এলাকার ছেলেরা অংশগ্রহণ করে ছটি দলের মধ্যে হয় এই টুর্নামেন্ট। এই ফুটবলের নগরীতে সব খেলার সেরা বাঙালির ফুটবল। তাই সকলের মধ্যে খেলার উদ্দীপনাকে ধরে রাখতে ভারত সরকারের নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতাও সহযোগিতা করে। এলাকার এক স্বনামধন্য এবং প্রাচীন কোচিং সেন্টার দা স্কুল

অফ কমার্স এই প্রতিযোগিতায় জুড়ে গিয়েছিল। কোচিং এর স্যার কল্যাণেশ্বর ইন্দু সকলের উদ্দেশ্যে বলেন পড়াশুনোর সাথে সাথে খেলাধুলাকেও এগিয়ে যেতে হবে মৈনাক ইন্দু বলেন সকলের মধ্যে খেলা নিয়ে যে উদ্দীপনা রয়েছে তা ধরে রাখবার জনাই আমি এই খেলাটির উদ্যোগ নি সকলকে পাশে পেয়ে আমারও খুব ভালো লাগছে

তাই আমি এদের উৎসাহ দেয়ার জন্য সব সময় পাশে থাকি। মাঠে উপস্থিত ছিলেন দুই সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দ। খেলা অনুষ্ঠিত হয় কালীঘাট ব্যায়াম সমিতির মাঠে। পুরো টুর্নামেন্টের পরিচালক

আমিও কিন্তু আজকের খেলেছি। টুর্নামেন্টের সেরা আকর্ষণ ছিল ফাইনাল ম্যাচটি অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক রেফারি হিসেবে পরিচালন করেন এছাড়াওতিনি উপস্থিত থেকে সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তিনি বলেন উৎসাহ জোগাতে যেখানে খেলা হবে আমায় ডাকলে আমি সেখানে চলে যাই বাচ্চাদের মধ্যে খেলার প্রেরণা যোগানো আমার এক দায়িত্ব।

এছাড়াও অন্যান্য খেলা গুলি পরিচালন করেন সজল ঘোষ, বিমানবিহারী দাস রায় এবং দিপেন কুন্ডু। এছাড়াও ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিটের আওতাধীন দৌড় প্রতিযোগিতা এবং দড়ি টানাটানির প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। তার তত্বাবধানে ছিল শান্তি আইচ মল্লিক কো-এডুকেশন ফুটবল কোচিং সেন্টার। বহু যুবারা এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং মহিলারা দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সব শেষে বিজেতাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রশিক্ষক ড. অমৃতলাল চক্রবর্তী, ফিফার মহিলা রেফারি অনামিকা সেন কলকাতা পুলিশের অ্যাসিসট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর আশিস কুমার গায়েন, ফুটবল প্রশিক্ষক হরিদাস দে এবং শান্তি মল্লিক। ৮০ বছরের অমৃতলাল বাবু এখনও মাঠে

ময়দানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ফুটবল এবং দৌড় প্রশিক্ষণের জন্য ভোর থেকেই মাঠে উপস্থিত হয়ে যান। হুইসিলের আওয়াজে ৮০ বছরের এই যুবক এখনও তার কর্তব্যে এবং কর্মে এগিয়ে চলেছেন।

তাইকন্ডোয় বীরভূমের ষোলো পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল তাইকন্ডো এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হাওড়া জেলা তাইকন্ডো এসোসিয়েশন সহযোগিতায় রাজ্য তাইকন্ডো চ্যামপিয়নশিপ-২০২২ অনুষ্ঠিত হল গত ২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর হাওড়া জেলার কদমতলার নেতাজি বলাকা সঙ্ঘ মাঠে। রাজ্যের ২৩টি জেলা থেকে সাড়ে ৬০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তারমধ্যে বীরভূম জেলা তাইকন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আটজন অংশ নেয় প্রতিযোগিতায়।

আটত্রিশজন প্রতিযোগীর মধ্যে তিনজন স্বর্নপদক, ছয়জন সিলভার এবং সাতজন ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। বোলপুরের অরুনাভ দাস, কীর্ণাহারের শ্রেয়া দেবনাথ এবং লাভপুরের শ্বেতা সাউ স্বর্ন পদক জিতেছে। প্রশিক্ষক বুদ্ধিশ্বর মন্ডল বলেন, এবার অনেকে প্রথমবার খেলতে এসেছিল। সাফল্য পেয়ে খুব ভালো লাগছে।

তাইকন্ডোয় হেলেঞ্চা আকাদেমি ৯টি পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট তাইকন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ২৯তম রাজ্য তাইকন্ডোর চাম্পিয়নশিপ ২২প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া কদমতলা নেতাজি বালক সঙ্ঘের মাঠে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। সারা বাংলার মোট ২৩টি জেলার মোট ৭৫০ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র প্রতিযোগীকে মোট চারটি জোনে ভাগ করে দুই দিনব্যাপী প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নথিভুক্ত হওয়া সত্বেও কোনরকম সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ উদ্যোক্তাদের। এই প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া জেলার প্রতিযোগিরা প্রথম, হাওড়া জেলার প্রতিযোগিরা দ্বিতীয় ও উত্তর চব্বিশ পরগণার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা এটিএস আকাদেমির পক্ষ থেকে মোট ১১ জন প্রতিদ্বন্দ্বী অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৯টি পুরস্কার আনতে তারা সক্ষম হন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com